ভাষা ও সুর

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ.

ভাষা ও সুর

গীতিকাব্য

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি., এ.,

প্রণীত

কলিকাতা,

বঙ্গাব্দ ১৩২১।

এক টাকা

কলিকাতা,
১৪নং মদন বড়াল লেন, লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
১নং তাঁতিবাগান রোড্ হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ

তুলিকা সম্পাতে যাহা ফুটাইতে চাই—
ফুটে কিম্বা নাহি ফুটে—জান তুমি হবি,
আঁকিয়াছি শিব কিম্বা এঁকেছি বানব—
আমি কিছু জানি নাই! তব পদ স্মরি'
প্রাণের আলেখ্যখানি চাহি ফুটাইতে—
ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক—কবি সমর্পণ
তোমার চরণ তলে; জানি সখা তুমি
মানবের একমাত্র লজ্জা-নিবারণ।
আমার সকল দুঃখ, দৈন্য, মলিনতা,
তোমার গৌরবে যেন শুভ্র হ'য়ে যায়—
ভাল হ'ক, মন্দ হ'ক, কুৎসিত, সুন্দর—
সকলি তোমার রূপে দীপ্তি হেথা পায়!
—তাই যাহা মনে আসে এঁকে যাই আমি,
ফুটাতে সুন্দর কবি আছ তুমি স্বামি!

ভূমিকা

"ভাষা ও সুর" একখানি গীতিকাব্য—কতিপয় খণ্ড-কবিতার সমষ্টিমাত্র। কবিতাগুলির মধ্যে একটা আন্তরিকতা—একটা আবেগ ও একটা প্রবাহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।—তবে হৃদয় যখন কাঁদিয়া উঠে, প্রাণ যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তাহা প্রকাশ করিবার সময় আমরা ভাষার দিকে ততটা লক্ষ্য রাখিতে পারি না—আমাদের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়, এবং সেই হিসাবে এই কাব্যের দুই একটী কবিতার স্থানে স্থানে একটু আধটু—ভাষার, ছন্দের ও মিলের দোষ পরিদৃষ্ট হইবে। আর পাঠক ও সমালোচকগণ অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন—

"Faults are like straws that float on the surface."

অপিচ, এই পুস্তকে,—যাহা অপরিহার্য্য, যাহা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ দু'একটি মুদ্রাঙ্কনপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। ইতি—

১নং তাঁতিবাগান রোড, ইটালি,
কলিকাতা,
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সাল।

গ্রন্থকার

"Poetry, dearly as I have loved it, has always been to me but a divine plaything. I have never attached any great value to poetical fame, and I trouble myself very little whether people praise my verses or love them."

সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভাষা ও স্থর

কত ভাষা, কত স্থর
রহিয়াছে ভরপূর
বিশ্বের আকাশে,—
মাঝে মাঝে কোথা হ'তে
ভেসে আসে কার্য্যস্রোতে
কারণ-বাতাসে!
—অনাদি অনন্ত ধরি'
চলেছে আঘাত করি'
পবাণের কূল;—
সেই স্থর, সেই ভাষা
বিজ্ঞানের নব আশা;
—দর্শনেব মূল!
জীবনেব প্রতি কাজে
সে স্থর গোপনে বাজে—
সে ভাষা, সে বাণী,—
তা'র দু'একটি রেশ
ফুটায়ে তুলেছি; শেষ
কোথা নাহি জানি!—
যাহা জানি তাহাই বাখানি!
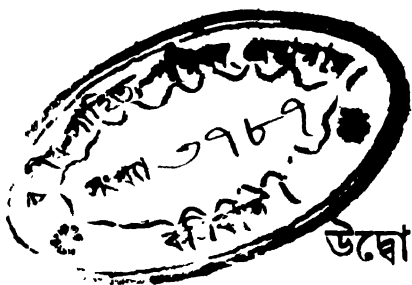
উদ্বোধন

আমি সুপ্ত ছিলাম গুপ্ত ভবনে
কে তুমি আমায় জাগালে ?
চক্ষে আমাব অঞ্জন দিয়া
বিশ্ব-ভুবন দেখালে ?
কণ্ঠে আমাব সঙ্গীত দিয়া
গাহিতে আমায় শিখালে ?—
আমি সুপ্ত ছিলাম গুপ্ত ভবনে
কে তুমি আমায় জাগালে !

ঊর্দ্ধে আমার সুনীল আকাশ
নিম্নে শ্যামল পৃথ্বী ;
পত্রে পুষ্পে প্রস্ফুট শোভা
—এ কা'র মহতী কীর্ত্তি ?
আঁকি বাঁকি অই নদী গেয়ে যায়
উর্ব্বর করি' ক্ষেত্র ;
স্বর্ণ ধান্য তীরে শোভা পায়
—ধন্য মানব-নেত্র !

দিকে দিকে কত সঙ্গীত ওঠে
গায় বসুমতী স্তোত্র ;
দীপ্ত অনল জ্বালায়ে আকাশে—
এ কোন্ অগ্নিহোত্র !
শুভ্র সুশীত চন্দ্রশোভিত
তরল-জ্যোছনা-রাত্রি ;
যমুনা-হৃদয় প্রেমে ডগমগ্
সারি গেয়ে যায় যাত্রী !

কৈলাস হ'তে নামিছে গঙ্গা
ফেন-তরঙ্গ-ভঙ্গে ;
সুরলোক হ'তে দেবতারা করে
পুষ্প-বৃষ্টি রঙ্গে !
দিক্-বালা পরি' নীল অম্বর
তালে তালে করে নৃত্য ;
আসে ছয় ঋতু ধরণী ফুটায়
ফুল ফল কত নিত্য !

যজ্ঞীয় ধূমে ব্যাপ্ত গগন
সুরভিত দিবা যামিনী—
মানস-নয়ন উন্মীলি', হেরি
পূর্ব্ব ভারত-কাহিনী !
হেরি তপোবন পুণ্য শান্ত,
তাপস - তেজঃপুঞ্জ ;
ওঠে বেদগান শূন্য ছাপিয়া
—মুখরিয়া লতাকুঞ্জ !

—অশোকের মূলে শত বরষের
দীপ্ত কাহিনী লেখা গো !
পুষ্পে তাহার কত বিষাদের
তরুণ অরুণ রেখা গো !
উষার প্রথম রক্তিম রাগে
ভূলোক উঠেছে গাহিয়া ;—
পরপার হ'তে "মা নিষাদ" গীতি
পবনে আনিছে বহিয়া !

কে তুমি আমায় চিবিয়া চিবিয়া
বিশ্ব-হৃদয় দেখালে ?
ইন্দ্রধনুর শোভার মাঝারে
ডুবিয়া যাইতে শিখালে ?
মানব-আঁখির অশ্রুবিন্দু
সঙ্গীতে মোর ফুটালে ?—
আমি সুপ্ত ছিলাম গুপ্ত ভবনে
কে তুমি আমায় জাগালে !

পরিচয়

কোন্ দিব্য উষালোকে হয়েছিলে প্রথম উদয়
আমার সম্মুখে তুমি। —জাগাইলে সুপ্ত আত্মা মম!
কোন্ সাটী খানি পরি', পরি' কোন্ কনক বলয়
এসেছিলে তুমি বাণি, স্বরগের যাদুকরী সম!
কোন সুরসুন্দরীর অনুকরি' সঙ্গীত রুচির
এসেছিলে নামি প্রিয়ে। তৃপ্ত মোর শ্রবণ যুগল।
কোন্ স্বপ্ত অপ্সরীর চুরি করি' চুম্বন মদির
নিয়ে এসেছিলে তুমি, করি' মোরে উন্মাদ-চঞ্চল!
চাহিয়া দেখিনু আমি প্রথম ও তোমার আননে,—
যেমতি চাহিয়াছিল, হায়, সৃষ্ট প্রথম মানব
অর্দ্ধাঙ্গিনী-পানে তার, অর্দ্ধ স্বপ্ন অর্দ্ধ জাগরণে ;—
হেরিনু নয়নে তব বিচ্ছুরিছে উষার বৈভব!
—অপূর্ব্ব পুলকভরে সহসা উঠিল গাহি' আমার পরাণী ;
হেরিনু ভরিয়া গেছে পত্রে, পুষ্পে, গীত গন্ধে, শ্যাম ধরাখানি!

অনুভূতি

অই মুখে আছে স্বর্গ,
আছে ফল চতুর্ব্বর্গ,
বারেক দেখিলে আমি সব ভুলে যাই !—
ইচ্ছা হয় লুটাইয়ে
পড়ি ও চরণে গিয়ে—
লোকের কথায় প্রিয়ে, কিছু না ডরাই !
সংসারের লোক গুলো
মাথে কাদা, মাথে ধূলো ;
স্বার্থ ছাড়া ওরা আর কিছু শিখে নাই !
ওরা ত বোঝেনা প্রেম,
না চেনে 'পরশ', হেম,
রত্ন-বিনিময়ে করে কাচের বড়াই !—
ওরা জানে—প্রেম হেথা নাই !

* * * * * *

* * * *

* *
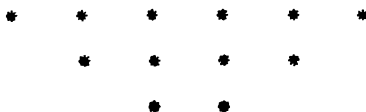
এস' তুমি অধিষ্ঠাত্রি হৃদয়-দেবতা !
এস' সঙ্গীতের রাণি,
এস' এ কবির বাণি,
তুমি শিখায়েছ মোরে সাহিত্যের কথা !
অই প্রেম, ও বিরহ,
আনে আজি অহরহঃ
কত জ্ঞান, কত ধ্যান, কত ব্যাকুলতা !
তোমার প্রেমের স্পর্শে
মুঞ্জরি' উঠেছে হর্ষে
আমার হৃদয়-মাঝে—কত শ্যাম লতা !—
এস' রাণি—হৃদয় দেবতা !

মোহিনী

এসেছ' কি তুমি মোহিনীর রূপে,
এসেছ' কি তুমি প্রেয়সীর রূপে,
হে হরি, বৈকুণ্ঠপতি!

আমার মানস করিয়া হরণ
এসেছ' কি সুধা করিতে বণ্টন,
রূপের আলোকে চমকি' ভুবন
মোহন মন্তর গতি?

তাই মাগি আমি তব দরশন,
তাই মাগি আমি তব পরশন,
তাই মাগি তব সুধা-আলিঙ্গন
—চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত মতি।

কালকূট আমি করিয়াছি পান,
মোর ভাগ্যে নাই অমৃত বিধান,
তোমার চরণে করি আত্মদান
হইব কৃতার্থ অতি!

আমি চাই নাথ, সকল ত্যজিয়া,
আমি চাই নাথ, সকল ভুলিয়া
জন্ম জন্মান্তর রহিব মিশিয়া
তোমা সনে দিবা রাতি;
র'ব তব চিরসাথী!

আয়োজন

আমি দেব, ক্ষুদ্র কবি, দীন অকিঞ্চন ;
নাহি পূজা-আড়ম্বর, আনন্দের ধুম ;
নাহি স্বর্ণ-পুষ্পপাত্র, সুগন্ধি কুসুম ;
ভরিয়া তাম্রের সাজি করিয়া যতন
এনেছি তুলসী-পত্র—রূপ-গন্ধ-হীন :—
ফুটে থাকে যাহা হিন্দু বাঙ্গালীর ঘরে
একান্তে একটী কোণে—উজ্জ্বল মলিন—
পীঠস্থান সম যাহা মহিমা বিতরে !—
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি' যার তলদেশে
রাখি গিয়া হয় ধন্য বঙ্গ কুলাঙ্গনা ;
যখন যেখানে যাই, ভক্তি-নম্র-বেশে
ক'রে যাই সর্ব্ব অগ্রে যার পূজার্চ্চনা ;—
এ হেন ভকতি-অর্ঘ্য রেখেছি আহরি'
চন্দনের বিনিময়ে অশ্রুলিপ্ত করি' !

মালা গাঁথা

ছিন্ন ভিন্ন বাসি ফুল যাহা থাকে প'ড়ে
ধূলায় ধূসর হ'য়ে অনাদরে ম'রে
পথিকের পদরেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া—
আমি তা' কুড়ায়ে ল'য়ে, অশ্রুবিন্দু দিয়া
করিয়া মার্জ্জনা ধৌত, বসি সারাবেলা
গাঁথিতেছি মালা নাথ, করিতেছি খেলা!
আমার এ মালা কেহ পরিবেনা গলে?
আমার এ মালা কভু দেব-পদতলে
পাইবে না স্থান? আমি ভাবিতেছি মনে—
কেহ কি কৌতুকভরে তুলিয়া যতনে
ল'বে না ভরিতে সাজি? দীন উপহার
পড়িয়া র'বে কি শুধু পথের মাঝার
পরিত্যক্ত একধারে? হ'বে কি বিফল
আমার এ মালা গাঁথা, নয়নের জল?

তুমি

তুমি সখি মোর কাব্য-কাননে
বসন্তের কুহুস্বর !
তুমি সখি মোর যৌবন স্বপনে
প্রথম রবির কর !
তুমি সখি মোর বর্ষা বাসরে
গুরু গুরু গরজন !
তুমি প্রিয়ে মোর নিদাঘাম্বরে
প্রাণভরা বরিষণ !
তুমি সখি মোর হিমানী তুহিনে
তপ্ত পরশ খানি !
—আর বঙ্গের সুখ আশ্বিনে
তুমি মোর উমারাণী !

দূরস্থিতে

তুমি চঞ্চল চরণ চারু
ফেলিয়া ধরণী' পরে
এস' রিণিকি ঝিণিকি বাজায়ে নূপুর
ফুটায়ে অশোক থরে !
তুমি কোকিলের তান কণ্ঠে পূরিয়া
এস গো আমার কাছে !
তোমার ললিত বাহু-বন্ধন
আমার পরাণ যাচে।
তুমি চূর্ণ-অলক উড়ায়ে সমীরে
নিশ্বাসে ফুলগন্ধ ;—
এস' তপ্ত পরশ অধরে বিকশি'
—প্রেমের নিবিড় বন্ধ !
আমি স্নিগ্ধ মরণ বরণ করিয়া
রেখেছি আপন তরে ;
ওগো কবে সে আসিয়ে "মঙ্গল-রাখী"
বেঁধে দিবে মোর করে !

আগমন

তুমি স্বপ্নের মত এসেছ কখন
অজানা পথে ?
তুমি এসেছ কি নামি' স্বর্গ হইতে
পুষ্প-রথে !
আমি তন্দ্রা-জড়িত আছিনু শয়ান,
জাগিয়া উঠি'
হেরিনু তোমার স্বর্ণ আঁচল
পড়ি'ছে লুটি' !
মন ব্যাকুল বেদনা বেজেছে কি তব
মর্ম্মতলে ?
তোমার নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জ
কি গান বলে ?
আমি সমস্ত আঁখি নিঙাড়ি'—অর্ঘ্য
রেখেছি তুলে—
আমি নিঃশেষে মোরে চাহি বিলাইতে
ল'বে কি ভুলে ?
মোর যা' কিছু সত্য, সুন্দর—সব
তোমার 'পরে—
তুমি কাব্য আমার, তত্ত্ব আমার,
—সঙ্গীত রে !

নিমন্ত্রণ

এস' তবে এস' চলে' উদার আকাশতলে
দিগ্বিদিক্-হারা—
দাঁড়াই দুইটী পান্থ সংসারের মোহে ভ্রান্ত !—
কোথা **ধ্রুবতারা**—
চল অন্বেষণে যাই ; নাহি চাই গৃহ ঠাঁই ;
চলি দীর্ঘ পথ ,
চলিয়াছে রাত্রিদিন বাজায়ে মধুর বীণ্
ব্রহ্মাণ্ড জগৎ !

দোঁহে দোঁহা ধরি' হাত নাহি করি দৃক্‌পাত
চলিব কেবল ;
যখন পাইবে ক্ষুধা, আছে অযাচিত সুধা
ভরিয়া অঞ্চল—
এই শ্যামা পৃথিবীর, আছে ক্ষীর স্বাদু নীর
সুফল সম্ভার—
আছে শান্ত প্রবাহিনী আছে গিরি-নির্ঝরিণী
—ধারা করুণার !

গোধূলি আসিবে নামি',   হেরিলে আগত যামী
বিছায়ে আঁচর—
বসি' কোন তরুমূলে   কিম্বা স্রোতস্বিনী-কূলে
চাহিব অম্বর !
শ্রবণে পশিবে আসি'   দূর রাখালের বাঁশী
সায়াহ্ন পবনে ;
তিমিরে ঘিরিবে ধরা,   ক্রমে শান্ত বসুন্ধরা
ডুবিবে স্বপনে।

চাহিয়া রহিব দোঁহে   কি এক স্বপ্নের মোহে
আকাশের পানে—
হেরিব তারকাগুলি   আসিয়াছে পথ ভুলি'
যেন একস্থানে !
অদূরে শ্বাপদকুল   গর্জ্জিবে ; ভয়াকুল
হ'বে তুমি প্রিয়ে !
তোমারে লইব টানি'   এই বক্ষঃমাঝে, রাণি,
চুম্বন দিয়ে !

ফুটিলে সোণার উষা লইয়া অরুণ ভূষা
স্মরি' ইষ্টনাম
আনন্দে তোমারে ল'য়ে করিব ভূমিষ্ঠ হ'য়ে
দেবতা প্রণাম।
বিহগের কলতান ভরিয়া দিবেক প্রাণ—
আনন্দ অদ্ভুত।
অদম্য উৎসাহ ভরে আবার যাত্রার তরে
হইব প্রস্তুত।

চলিবে অরুণ রথ, আমরা বাহিব পথ ;
দু'পাশে ফুটিয়া—
র'বে কত বনফুল— নাহি গন্ধ, অলিকুল ;
—লইব তুলিয়া।
সম্মুখে মন্দির হেরি' না করি' মুহূর্ত্ত দেরি
পশিব দু'জনা—
হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ দেবতার পাদপদ্ম
করিব অর্চ্চনা।

যবে দিবা দ্বিপ্রহর, ঘুঘুর কাতর স্বর
গগন ছাপিয়া
মিশিবে দিগন্ত গায়— ঘনপত্র তরু-ছায়
বসিব আসিয়া !
দূরে সূর্য্য-করোজ্জ্বল পক্ক-ধান্য-শীর্ষদল
কাঁপিবে মধুর ;
শুনিব তাদের মাঝে যেন মৃদু মৃদু বাজে
লক্ষ্মীর নূপুর !

যাইব পশ্চিম ধরি', দিগন্তে সোণার তরি
ডুবিবে যখন—
হেরিব মেঘের গায় স্বর্ণরাজ্য শোভা পায়
——অপূর্ব্ব তোরণ !
নয়নে বহিবে ধারা, হোথা আছে ধ্রুবতারা—
পা'ব দরশন !
অপূর্ব্ব আনন্দাবেশে দু'টী প্রাণ যাবে ভেসে
—মুদিব নয়ন !

অভিমানিনী

অভিমানিনি আমার,
যদি অপরাধ হায়, ক'রে থাকি অই পায়,
আমি কি পাবনা ক্ষমা, যোগ্য নহি তার ?
তুমি স্বরগের দেবী, তোমার চরণ সেবি'
হইয়াছে ধন্য আজি জীবন আমার !
তুমি মোর চতুর্ব্বর্গ, সাজাইয়ে প্রেম-অর্ঘ্য
দিতেছি চরণে তব পূজা উপহার—
অভিমানিনি আমার !

অভিমানিনি আমার,
আজি এ সংসার' পরে আছি জ্বলে পুড়ে ম'রে,
রাবণের চিতা মোরে দহে অনিবার ;
কি বলিতে কি যে বলি, শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি,
পাগল হইতে মোর বাকি কিবা আর ?
তবুও তোমার ধ্যানে বাঁচিয়া রয়েছি প্রাণে,
এখনও রয়েছে মোর সাধ বাঁচিবার—
অভিমানিনি আমার !

অভিমানিনি আমার,
বুঝি নাই ধর্ম্ম কর্ম্ম,   বুঝি না শাস্ত্রের মর্ম্ম,
আমি শুধু বুঝি প্রেম—প্রিয় দেবতার !—
তাই সব দূরে রাখি'   তোমাতে মগন থাকি,
তুমি মোর একমাত্র ধন তপস্যার !
তোমারি সাধনা করি'   চরমে পাইব হরি,
তুমি মোর মুক্তিমার্গ, ত্রিদিবের দ্বার—
অভিমানিনি আমার !

অভিমানিনি আমার,
আমি তুচ্ছ, আমি ধূলি,   তবুও লয়েছ তুলি'
করুণা করিয়ে মোরে বক্ষে আপনার !
আমি নাহি বুঝি তাহা,   তোমার পরাণে আহা,
দিয়েছি কতই ব্যথা,—কি বলিব আর !
কি যে তা'র প্রায়শ্চিত্ত   ভাবিয়া আকুল চিত্ত,
ক্ষমা কর ক্ষমাময়ি ভিক্ষা অভাগার !
অভিমানিনি আমার !

অভিমানিনি আমার,
চতুর্দ্দশ বর্ষ হ'তে কেবলি ঘটনাস্রোতে
ভাসিতেছি—উঠিতেছি—পড়িতেছি আর।
অবসন্ন প্রাণ মন, অশ্রুপূর্ণ দু'নয়ন,
শিথিল অবশ অঙ্গ, ক্লান্ত দেহভাব!
তুমি কিন্তু ভালবেসে অশ্রু মুছাইলে হেসে,
ভালবাসিবার প্রিয়ে, দিলে অধিকার—
অভিমানিনি আমার!

অভিমানিনি আমার,
'সারাদিন, সারাবেলা কত হাসি, কত খেলা,
কবিতার পারাবারে কত যে সাঁতার।
জীবনে আছিল স্বাদ, কি পবিত্র সে আহ্লাদ,—
সহসা আকাশে মেঘ হইল সঞ্চার!
—বহিল প্রবল ঝড় হানি' বজ্র কড়কড়,
দু'জনে পড়িনু দূরে করি হাহাকার!—
সে কথায় কাজ নাই আর।

সেই দিন হ'তে—

আমি এ সংসার 'পরে আছি জ্বলে পুড়ে ম'রে,

জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হয়েছি অঙ্গার!

কি বলিতে কি যে বলি, শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলি,

পাগল হইতে মোর বাকি কিবা আর!

তবুও তোমার ধ্যানে বাঁচিয়া রয়েছি প্রাণে,

এখনও রয়েছে মোর সাধ বাঁচিবার—

অভিমানিনি আমার!

বিদায়

নিশি পোহায় পোহায়—
প্রেম আসি' অশ্রুনেত্রে মাগি'ছে বিদায়!
হৃদয়ে চাপিয়া ধরি'
অধরে চুম্বন ভরি'
কহিনু কাতরে কাঁদি'—যাইবে কোথায়?

শূন্যদৃষ্টি—বিদায়-কাতর
কাঁদে প্রেম হ'য়ে নিরুত্তর।
বিরহ অলক্ষ্যে পশি' বসিল আসন পাতি,
বিহগ কাঁদিয়া গেল মাথার উপর।

ধীরে—নিশি গেল পোহাইয়া—
বারেক চাহিয়া ফিরে
প্রেম চ'লে গেল ধীরে,
—বুকে—তার শেষ রাগ গিয়াছে রাখিয়া!

বিরহ-সূচনা

তখন' হয়নি ফর্সা,—পোহায়নি রাতি ;
তখন' গায়নি পাখী মধুর প্রভাতী ;
তখন' পাণ্ডুর শশী রয়েছে জাগিয়া
ধরণীর পানে চাহি'—যায়নি ডুবিয়া !
কচিৎ জেগেছে কেহ ; মৃদুল সমীর
বহিয়া যেতেছে শুধু করি ঝির্‌ঝির্‌ !
কাটি'ছে তন্দ্রার ঘোর, মৃদু গুঞ্জরণ
ভাসিয়া আসিছে ধীরে ; সহসা কখন
চমকি' উঠিল বিশ্ব—চেতনা-চঞ্চল !—
অমনি উঠিল পাখী করি কোলাহল !
পূর্ব্বদিক্‌ লাল হ'য়ে উঠিতেছে ধীরে,—
সারানিশি জাগি' শ্রান্ত অবসন্ন শিরে
আসিয়া দাঁড়া'নু পথে ; কে যেন তখন
নীরবে কহিয়া গেল—প্রেমের মরণ !

বর্ষারম্ভে

বিরহী যক্ষের মত বিচ্ছেদ-কাতর প্রাণ
হেরিলাম হ'ল ধীরে নিদাঘের অবসান।
ব'সে আছি শূন্যমনে নিঃসঙ্গ একাকী আমি—
আকাশে মেঘের ঘটা, আষাঢ় এসেছে নামি'!
কে যায় বারতা ল'য়ে আমার প্রিয়ার পাশ?
কাহারে পাঠাব আজি?—ফেলিতেছি দীর্ঘশ্বাস।
সাধিব কি মেঘে? না না,—কোথা সেই ব্যাকুলতা?
সেই আত্মহারা ভাব, কোথা সেই উন্মত্ততা?
তুমি কি গবাক্ষে বসি, ধরি' বিরহিণী বেশ
হেরি'ছ বর্ষার লীলা, এলাইয়ে রুক্ষকেশ?
শুনিলে বজ্রের ধ্বনি গভীর নিস্তব্ধ রাতে
আসে কি লো একবিন্দু অশ্রু তব আঁখি-পাতে?
কি ভাবে বরষা তব কাটিতেছে ওগো প্রিয়া,
বিরহের দিনগুলি গণি'ছ কি ফুল দিয়া!

স্মৃতি

প্রভাতের বাঁশী পশিলে শ্রবণে, প্রাণ কেঁদে ওঠে মোর ;
মনে পড়ে সেই নিশি-জাগরণ, বিদায়ের আঁখিলোর।
—সেই কাতরতা, সেই ব্যাকুলতা, সেই সে চমকি ওঠা—
কে বুঝি শুনি'ছে, কে বুঝি আসি'ছে, কিসের শব্দ—ওটা !
অই বুঝি অই পোহাইল নিশি, জাগিল ভোরের পাখি !—
হায়, সেই শেষ শুয়েছিনু আমি তার কোলে মাথা রাখি !
হায়, সেই শেষ বেঁধেছিনু তারে আমার বাহুর ডোরে—
দু'খানি কোমল বাহুর বাঁধনে সেও বেঁধেছিল মোরে !
সেই শেষ তার জড়াইয়ে গলা কয়েছিনু মর্ম্মকথা !—
কত মনে ছিল পারিনি বলিতে, আজো জাগে সেই ব্যথা !
আমি কেঁদেছিনু, সেও কেঁদেছিল লুটা'য়ে চরণতলে,—
বলেছিল—"আমি চির-কাঙ্গালিনী, আমারে দুঃখিনী ব'লে
মনে রেখ' তুমি, চলে গেলে আমি, মনে রেখ' চিরদিন—!"
চরণ ছুঁইয়া করিনু শপথ, কণ্ঠ মোর বাষ্পলীন !
মোর তৃষিত অধরে দিয়েছিল জল !—জল নয়, সুধা সে যে—
দেখি মোর ভাব, পরাণে তাহার উঠেছিল বড় বেজে !—
সেই সে বিদায় জনমের মত, মনে হয় বুঝি শেষ !
আজো প্রভাতের বাঁশী আনে প্রতিদিন, তার স্মৃতি—তার রেশ !

কিছু নাই

কিছু নাই, কিছু নাই,
শুধু ছাই, শুধু ছাই!
ছাই হ'য়ে যায় জীবন যৌবন,
ছাই হ'য়ে যায় মানবের মন,
ছাই হ'য়ে যায় প্রণয় রতন,
কেঁদে কেঁদে ছুটে যাই!—
দূর হ'তে শুধু দাঁড়াইয়া দেখি,
যাহা ছিল খাঁটি—হ'য়ে গেল মেকি!—
প্রাণ কেঁদে বলে—হায় হ'ল একি?
—খেতে হয় তাই খাই,
কিছু নাই, কিছু নাই!

ভেবেছিলে যাহা দেব-পীঠভূমি,
—করি' প্রদক্ষিণ, যার রেণু চুমি'
সাধের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিলে তুমি,
হা হত হৃদয় মোর!
চলে গেছে কোথা' আজি সে দেবতা,
প'ড়ে আছে শুধু মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
যেন সে সকল যুগান্তের কথা—
ফেল নয়নের লোর!

অই সে প্রাসাদ দাঁড়ায়ে রয়েছে
লʼয়ে স্মৃতি এক রাশ!
অই বাতায়ন রহিয়াছে খোলা,
করে বায়ু হা হুতাশ!
একেকটী কʼরে খসে বালিচূণ,
কত যে কাহিনী—পুরাণ আগুন
রয়েছে জড়িতʼ—প্রতি কণিকায়
কহে দীর্ঘ ইতিহাস!—
দাঁড়াইয়ে দেখি সন্ধ্যার আলোকে,
প্রাণে ভাসে ছায়া, ভাসে ছায়া চোখে;
উন্মাদের মত কি গভীর শোকে
ফেলি শত দীর্ঘশ্বাস!
অই সে প্রাসাদ দাঁড়ায়ে রয়েছে
লʼয়ে স্মৃতি একরাশ!

যার তরে তুমি সাজিলে ভিখারী
ফিরিতেছ দেশে দেশে—
সে যে রাজরাণী সাজিয়াছে আজ
কাটে দিন খেলে হেসে!
তুমি ছুটে যাও দেখিবার আশে,
সে যে চʼলে যায় হেরি তোমাʼ ত্রাসে,
বিন্দু বিন্দু করিʼ তপত নিশ্বাসে
প্রাণ-বায়ু আই ঢাই!—
কিছু নাই, কিছু নাই!

দিবানিশি ধরি' করিয়া শুশ্রূষা
আজ্ বাঁচাইলে যারে—
সে তোমার কাল বধিবে পরাণ
—এমনি সংসার হারে।
সুধা তুলে দাও তুমি যার হাতে,
—দিবে কালকূট সে তোমার পাতে,
দেবতা হইয়া দানবের সাথে
কর সদা দ্বন্দ্ব ভাই,
কিছু নাই, কিছু নাই!

কিছু নাই, কিছু নাই।
শুধু ছাই, শুধু ছাই!
ছাই হ'য়ে যায় জীবন যৌবন,
ছাই হ'য়ে যায় মানবের মন,
ছাই হ'য়ে যায় প্রণয় রতন,
কেঁদে কেঁদে ছুটে যাই—
দূর হ'তে শুধু দাঁড়াইয়া দেখি,
যাহা ছিল খাঁটি—হয়ে গেল মেকি।—
প্রাণ কেঁদে বলে—হায় হ'ল একি?
—খেতে হয় তাই খাই,
কিছু নাই, কিছু নাই!

সব যাক্

যাক্ যাক্ সব চলে' যাক্ !

যাক্ সুখ, যাক্ আশা, যাক্ ফুল, যাক্ পাতা,

হ'ক্ ধরা জ্বলে পুড়ে খাক্ !

যাক্ গান, যাক্ হাসি, যাক্ সুর, যাক্ বাঁশী,

যাক্ রূপ—কবিত্বের সার,

যাক্ প্রেম—অমৃত-ভাণ্ডার !

সুন্দরে কুৎসিতে মিলে অনন্ত সংগ্রাম

বাধুক্ বাধুক্ এবে, অণু পরমাণু সবে

যোগ দিক্ সাথে অবিরাম !

যাই আমি, যাও তুমি, তোমারে পেমুনা আমি

এ জীবনে আর !—

বড় তৃষা, বড় তৃষা, চারিদিকে মরুভূমি,

অনল অনল চারিধার—

ধূ ধূ ক'রে জ্বলিতেছে ; এস তবে ঝাঁপ দিই

উহার মাঝার !

যাই আমি, যাও তুমি,
যাক্ পিতা, যাক্ মাতা—
ভ্রাতা ভগ্নী—প্রাণের আরাম ;
যাক্ বন্ধু,—যার সাথে অবিরাম
থেকে তবু মিটে নাই আশা—
মিটিত না প্রাণের পিপাসা !

উড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে পড়ুক্ অনন্ত তারা
একটী একটী ক'রে খ'সে ;
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহবাজি অঙ্গার-খণ্ডের মত
পড়ুক্ পড়ুক্ দেখি ব'সে !
বসিয়া দেখিব সুখে নির্ম্মম "নীরোর" মত
ছাদের উপরে—
গাইব ধ্বংসের গীতি ; যে গীত মিশিয়া যাবে
ধ্বংস-কোলাহলে
ঘোরে ল'য়ে—ক্ষণেকের পরে !

মৃত্যু-কামনা

হে মৃত্যু, তোমার কোলে ঝাঁপায়ে পড়িতে—
আজ বড় সাধ যায় মোর ;
কীট-দষ্ট-জীর্ণ-প্রাণ পারিনা বহিতে,
শ্লথ আজি বন্ধনেব ডোর !
জীবনের উঞ্ছবৃত্তি দিয়া বিসর্জ্জন
দীর্ঘ শান্তি, দীর্ঘ অবসব—
লভিতে ব্যাকুল হৃদি, ব্যাকুল এ মন ;
তুমি দেব, অমৃত-আকব !
অন্তব-অন্তব হ'তে উঠিছে প্রার্থনা—
প্রাণেব এ আগ্নেয় উচ্ছ্বাস !—
মুহূর্ত্তে হরিয়া লও সমস্ত চেতনা,
—প'ড়ে থাক্ নিখিল আকাশ !

বিকৃতি

প্রেমে চ'লে গেছে, আছে শুধু স্মৃতি ;
কথা প'ড়ে আছে, নাই সুর গীতি ;
কোথা সে সুন্দর মোহন আকৃতি ?
কঙ্কালের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তে তার ।

পিক-কণ্ঠে আজি কাকারব শুনি,
শালগ্রাম শিলা তুচ্ছ নুড়িগুলি,
চাঁদ হ'য়ে গেছে শুষ্ক মরুভূমি,—
বিকট বিকৃত জগৎ সংসার ।

দখিণা বাতাস আনে মহামারী,
যমুনা জাহ্নবী নহে তাপহারী,
শুক্তির মাঝে পড়ি স্বাতি-বারি
শুধু কঙ্করের করিছে সৃজন ।

কাব্য শুধু আজি কথার যোজনা—
অক্ষরের মিল—নাহি গুণপণা,
জাগেনা হৃদয়ে হরষ বেদনা—
শ্যামল নিকুঞ্জে অহীর গর্জ্জন !

প্রকৃতির একি ব্যভিচার আজ—
অসুরের মাথে দেবতার লাজ্ !
ধূলায় লুটায় " মমতার তাজ্ !"—
তরু নাহি করে পান্থে ছায়াদান !

আসিছেন বঙ্গে দেবী দশভুজা,
নাহি আয়োজন, নাহি তাঁর পূজা ;
নাহি বাজে শঙ্খ মৃদঙ্গ মুরজা—
নীরব নিস্তব্ধ ভকতের প্রাণ।

শিশুর হাসিতে গরল উথলে,
সরলতা যেন পরিপূর্ণ ছলে,
নাহি মধুরতা নয়নের জলে,
দেবতার মাঝে স্বার্থের বিকার !

কোথা শ্রান্তি মাঝে শান্তির বিকাশ !
বিষাদের মাঝে আনন্দ আভাস !
বিরহের মাঝে মিলন উচ্ছ্বাস !
কোথা কমলার নূপুর-ঝঙ্কার—

দারিদ্র্যের মাঝে দরিদ্র-ভবনে!
কোথা তুমি দেবি, এস সন্তর্পণে—
সে মধুর হাসি হাসিয়া নয়নে
দাঁড়াও সম্মুখে—দাঁড়াও আবার।

নিয়ে এস প্রেম, নিয়ে এস প্রীতি;
নিয়ে এস ছন্দ, কাব্য কলা গীতি,
নিয়ে এস প্রাণ, চেতনা সংস্থিতি;—
উর দেবি, উর হৃদয়ে আমার!

বিরহ

আকাশে বরষা, নয়নে বরষা,
হৃদয়ে বরষা মোর ;
ডাকিছে তোমায় নিখিল-ভরসা
আমার চিত্তচোর !
ঝরিছে আকাশ, ঝরিছে নয়ন,
—হৃদয়ে রুধিরধারা ;
বিরহ ব্যাকুল অন্তর মোর
চাহিছে ভাঙ্গিতে কারা !—
—মাগিছে তোমার মিলন-হর্ষ
নিবিড় স্পর্শ তব,
কান্ত আমার, শ্রান্ত আমি, এ
বিরহ কেমনে স'ব ।

কারাগারে

আর কতদিন নাথ, এ পঙ্কিল কারাগারে
রাখিবে বাঁধিয়া !
অবিরাম, অবিশ্রান্ত উঠিতেছে পূতিগন্ধ
নিশ্বাস রোধিয়া ।
সঙ্কীর্ণ গহ্বর ইহা— সার্দ্ধ তিন হস্ত ভূমি—
রুদ্ধ চারিধার ;
—শুদ্ধ এক ছিদ্রপথে আসিতেছে নির্নিয়ত
বধির চিৎকার।
নাই আলোকের রেখা —যাহা আসে একটুকু
—তিমির আভাস
ক্ষণে ক্ষণে সৃজে কত প্রেত কবন্ধের মূর্ত্তি
—ক্ষণে অপ্রকাশ !
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হত-চেতনের মত
প'ড়ে আছি হায়,
এ নরক স্পর্শে মোর পবিত্র অমর আত্মা
মূর্চ্ছিতের প্রায় !
যদ্যপি ধেয়ানে বসি— সে ধ্যান ভাঙ্গিয়া দেয়
প্রেত-কোলাহল ;
তবুও তোমারে স্মরি' পড়ে আছি আশান্বিত
নীরব নিশ্চল !

পারিনা ত আর কাঁদিতে

আমি পারিনা ত আর পরাণের সাথে
যুঝিতে !
আমি পাবিনা ত আর পরাণের জন
খুঁজিতে !
মোর ব্যর্থ সাধনা
ব্যর্থ কামনা
ভ্রমরের মত গুঞ্জন করি'
বেড়ায় দিবস নিশিতে—
আমি পারিনা ত আব কাঁদিতে !

মোর এই আকুলতা এই ব্যাকুলতা
থাম গো !
স্বরগ হইতে সান্ত্বনা ধারা
নাম গো !
মোর এ দৈন্য ক্লেশ
যাতনা অশেষ
জাহ্নবী-নীরে পাপরাশি সম
যাউক মুছিয়া ত্বরিতে !—
আমি পারিনা ত আর কাঁদিতে !

মোর দীর্ণ হৃদয় কহিছে—"কোথায়
যাব গো!
—কোথায় যাইলে পরাণের জন
পাব গো।"
পর্ব্বত-প্রায়
প্রাচীরে আমায়
বেষ্টন করি' আগুলিছে সদা,
দেয়না বাহির হইতে—
আমি পারিনা ত আর কাঁদিতে।

মনে হয় মোর গরুড়ের মত
ধাই গো।
গরুড়েব মত পক্ষ ঝাপটি
যাই গো—
সূর্য্যের পথ
সূর্য্যের রথ
রোধিয়া দর্পে স্বর্গ আকুলি'—
গুপ্ত সুধা সে হরিতে!—
আমি পারিনা ত আর কাঁদিতে!

সদা মনে হয় অতলের তলে
ডুবিয়া —
দেখিব বারেক মিলে কি রতন
খুঁজিয়া !
পারিনা তরাসে,
সন্দেহ গ্রাসে—
যাই শতবার ফিরি শতবাব
পারিনা ঝাঁপায়ে পড়িতে—
আমি পারিনাত আর কাঁদিতে !

কতবার ভাবি দেহ-পিঞ্জর
ভাঙ্গিয়া—
স্বহস্তে ভাঙ্গি' উড়ে যাই আমি
গাহিয়া !
অমনি শ্রবণে
কে যেন গোপনে
কহে মৃদু মৃদু— "আছে বহুগান
তোর এ জীবনে গাহিতে !"—
আমি পারিনা ত আর কাঁদিতে !

কত শোভা গান কত কল-তান
আকাশে—
কত সুধা হাসি সৌরভ-রাশি
বাতাসে !—
কত জন তায়
ভাসিয়া বেড়ায়—
উচ্ছ্বাস-মত ছোটে দিনরাত—
আমিই কেবল ধূলিতে !
আমি পারিনা ত আর কাঁদিতে !

আপন-রচিত বাণ্ডবাব মাঝে
রুদ্ধ !—
নারি বাহিরিতে করিয়া তুমুল-
যুদ্ধ—
আপনার সনে
শয়নে স্বপনে !—
বিশ্বাসরূপী কোন্ সে মূষিক
পারিবে এ জাল কাটিতে ?—
আমি পারিনা ত আর কাঁদিতে

আশ্বাস

আপনার পায়ে ঠেলে ভাঙ্গিয়াছ অবহেলে
মঙ্গল কলস—
আজ কা'র্ দিবে দোষ? মিছা আত্মঘাতী রোষ
কঠোর কর্কশ।
জীবনে হ'লনা প্রেম, তা'ব'লে কি রত্ন, হেম,
স্বস্তি, শান্তি, সুখ,—
সকলি গিয়াছে হায়! কেন অবসন্ন-প্রায়
মরণ-উন্মুখ!

হা নির্ব্বোধ, আত্মহারা, কেন পাগলের পারা!
দিন ব'য়ে যায়—
ভাবিছ কাহার লাগি' সারা নিশি দিন জাগি?—
আয়ু যে ফুরায়!
অই শোন বাঁশী বাজে, ধাইতেছে শত কাজে
কত শত লোক;
কত হাসি, কত গান, কত দান, প্রতিদান,
কত না আলোক!

কেন আঁখি ছল-ছল, এতই কি দুর্বল
হা আমার মন !
সে তোর হ'ল না ব'লে শীতল জাহ্নবী-জলে
খুঁজিবি মরণ।
তোর ত সকলি আছে জ্ঞান বুদ্ধি ফেলি' পাছে
যেতেছ কোথায় ?
রয়েছে প্রতিভা তোর, এই বাধা বিঘ্ন ঘোর
ঠেল্ দিকি পায়।

বিশ্ব-প্রেমে আজ বীণা বাঁধ দেখি—পাস্ কি না
সে অক্ষয় প্রেম।—
আবার আসিবে ফিরে তোর এ জীবন ঘিরে
স্বস্তি, শান্তি, ক্ষেম।
তোর এ মলিন মুখে স্বর্গের আলোক সুখে
খেলিবে আবার,
আবার হাসিবে ধরা ফল-পুষ্প-শোভা-ভরা
—হৃদয় আমার !

আশ্রিত

আমি বাত্যা-তাড়িত একটি তরণী
ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সাগরে—
ভাসিয়া ভাসিয়া লাগিব হে স্বামি,
তব প্রশান্ত বন্দরে।

জলদ-মন্দ্রে কাঁপুক্ বিশ্ব,
ধরুক্ নিখিল প্রলয় দৃশ্য,
উঠুক্ জলধি ফাঁপিয়া ফুলিয়া,
—ঘোর কোলাহল অম্বরে!
ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া পড়ুক্ আকাশ,—
আসুক্ হুঙ্কারি' মত্ত বাতাস,
আগ্নেয় গিরি উঠুক্ ফুঁশিয়া,
কাঁপুক্ বাসুকি অন্তরে!—

তবু আমি গো তোমার আশ্রিত তরী
ভাসিব নির্ভয়ে সাগরে।

একদিন সব যাইবে থামিয়া,
শান্তি নামিবে নিখিলে,
কনক-কিরণ ধরণীর গায়
ছড়ায়ে পড়িবে—সলিলে !

বিহগের গান করিবে মুখর
আকাশ পৃথিবী ভূধর সাগর ;
ফুলে ফুলে দিক্ ছেয়ে যাবে,—পিক
তুলিবে সুতান অনিলে !—
আমি গো তখন ভাসিয়া ভাসিয়া
শান্ত বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া
লাগিব তোমার চরণের মূলে
ভুলি শোক ঝঞ্ঝা—অখিলে ;—

অনন্ত বিরাম লভিবে তরণী
আর না ভাসিবে—নিখিলে !

তপস্যা

সংসার গহন মাঝে দিবা বিভাবরী
ডাকিতেছি আমি নাথ, ধ্রুবের মতন—
ডাকিতেছি প্রাণপণে—কোথা তুমি হরি,
এ শোকার্ত্তে একবার দাও দরশন!
ধরণী বিমাতারূপে রাক্ষসীর প্রায়
আমারে সতত নাথ, করে জ্বালাতন!
ছুটিছে প্রলয় মেঘ, বহিছে পবন,—
বজ্রপাত, বারিপাত, মুষল ধারায়!

শিখিনে তপস্যা দেব, নাহি যোগাভ্যাস,
নাহি পূর্ব্ব কর্ম্মফল,—দুর্ল্লভ প্রাক্তন;
আছে শুধু মুক্ত বক্ষে সরল বিশ্বাস—
এ দীনের অতি ক্ষুদ্র পূজা আয়োজন!
তাই বাঞ্ছা-কল্পতরু, সুধাই তোমায়—
এ দাসের মনঃবাঞ্ছা হবে কি পূরণ!

প্রতীক্ষা

আছি দ্বারে দাঁড়াইয়া দিবস যামিনী,
কোন্ পথ দিয়ে যাবে, হে প্রভু আমার !—
বিরহ-ব্যাকুলা যথা ভীতা প্রণয়িনী
দাঁড়াইয়া থাকে, অর্দ্ধ রোধিয়া দুয়ার
ঈপ্সিত দর্শন লাগি, দীন হীন বেশে—
কখন্ প্রণয়ী তা'র যা'বে মৃদু হেসে !

জন্মান্তর রহস্য

আমরা অদৃষ্টবাদী ;—পূর্ব্ব জনমের
সম্বন্ধ রহস্যে কোন্ পড়েছি আসিয়া
দুইজনে কাছাকাছি, চলেছি ভাসিয়া
সুকৃতের ফলে কিম্বা ফলে দুষ্কৃতের !
ওগো পরচ্ছিদ্রান্বেষি—অদূর-দর্শন,
তোমাদের নিন্দাবাদ শুধু বাতুলের—
আমার এ প্রেম নহে দুদণ্ড স্বপন,
আত্মার বন্ধন এ যে জন্ম জন্মান্তের !
আমার বিরহ নহে দৈন্য তৃষিতের,
এ যে স্বর্ণ হোম শিখা—কলুষ-পাবন ;
এ বিরহ আনে শুধু দূর জগতের
অতীত কাহিনী এক—মিলন স্বপন !
এরূপে মিলিব মোরা জন্মজন্মান্তর—
প্রেম সত্য, প্রেম শিব, প্রেম মহেশ্বর !

শিক্ষা

তোমারে বাসিয়ে ভাল ওগো প্রেমময়ি,
শিখিয়াছি স্বার্থত্যাগ, আত্মবলিদান ;
তোমার বিরহে জ্বলি' হইয়াছি জয়ী—
ছুটেছি ধরিয়া করে বিজয় নিশান
যুঝিতে সংসারক্ষেত্রে বীরের মতন ;—
তুমি দেবতার আঁখি রয়েছ' জাগিয়া ,
রেখেছি মাথায় ক'রে বিধাতৃ চরণ—
জয় পরাজয় সব তাঁহারে অর্পিয়া ।
আমি ছিনু এতদিন অন্ধ-গুহাতলে,
নিবিড় তিমির তলে বিষাদে ডুবিয়া ;
কে দিল দেখায়ে সেথা কত মণি জ্বলে—
অপূর্ব্ব দর্শন শক্তি দিল কে আনিয়া !
মিলন, বিরহ মাঝে, বিরহ—মধুর,
বিরহ—দেবতা গড়ে, মিলন—অসুর !

প্রকৃতির মধ্য দিয়া

প্রকৃতির মধ্য দিয়া তোমারে হেরিব আজি,
প্রকৃতিব মধা দিয়া আমারে করিব দান,
হেরিব—প্রকৃতি মাঝে কেমন রয়েছ' সাজি,
প্রকৃতিব মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিব তব প্রাণ!

প্রকৃতির স্পন্দ মাঝে হেরিব তোমার স্থিতি,
বহিয়া আনিব অর্ঘ্য তোমার তরে নিতি নিতি!
থাক তুমি দূরে দূরে, কাছে না টানিতে চাই,
একবার পেলে কাছে—ঘুচিবে না "নাই" "নাই"!

নারী

"নারী কাল ভুজঙ্গিনী"—
"গরল নারীর প্রেম"—কত লোকে কয় ;
কিন্তু সে গরল পানে কি অমৃত আনে প্রাণে ;
গরল পিইয়া ভোলা তবু মৃত্যুঞ্জয় !

যথা অমৃতে গরল—
তেমতি অমৃত তুমি পাবে হলাহলে !
কিন্তু শুধু কবি পারে ছানিয়া লইতে তারে ;
—রেখে যায় দেবকীর্ত্তি এ মহীমণ্ডলে।

রমণী, কবির প্রাণ—
এ, ওরে সুন্দর করে ;—ও, এরে সুন্দর ।
রমণী দিতেছে ছবি, আঁকিছে প্রেমিক কবি ;
—স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি হয় নিরন্তর।

নারী—হরি

যত দূরে—দূরে যায়—প্রণয়িণী মোর
তত কাছে আস মোর প্রেমময় হরি !
ফেলি যদি একবিন্দু নয়নের লোর—
একবিন্দু—শতবিন্দু ভক্তিরূপ ধরি'
তোমার চরণ প্রান্তে ধায় অবিরত—
ক'রে দেয় নির্ব্বাপিত বাসনা অনল,
ভুলে যাই আত্মজ্ঞান, ভেদজ্ঞান হত ;—
নারীরূপ—হরিরূপ হেরি অচঞ্চল
পার্থক্য বিহীন ;—যাহে বিশ্ব তিরপিত !
রচিয়া প্রণয়-অর্ঘ্য প্রণয়িনী নামে
দিই যবে, পৌঁছে তাহা শ্রীবৈকুণ্ঠ ধামে
হরির চরণ তলে, হইয়ে বিস্মিত
হেরি মোর প্রিয়া সদা বিরাজিছে চুপে—
প্রেমময় হরি সনে অভেদাত্মারূপে !

তুমিও

তুমিও ত প্রেমময়, রাধার ধেয়ানে
হয়েছিলে আত্মহারা, মাতোয়ারা হরি!
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে চাহি' পথপানে
"রাধা রাধা রাধা" ব'লে বাজাতে বাঁশরী!

একদিন না আসিলে রাধা যমুনায়
বল মোরে বল প্রভু, কি করিতে তুমি?
হ'ত নাকি চিত্ত তব ক্ষুব্ধ বেদনায়
নিরখিয়া যমুনার শূন্য তটভূমি?

সেদিন কি বাঁশী তব বাজিত মধুর?
হ'ত নাকি মনে তব মিথ্যা ধরাখানি—
আকাশ, সৈকত, নীর, তরু, বাঁশী, সুর?—
অই বুঝি আসে প্রিয়া—আসে রাধারাণী—

শুনিয়া পবনে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর
ছুটে কি যেতেনা হরি, প্রসারিয়া কর?

প্রেমময়ী

তুমি মোর গীতা প্রেমময়ি !

সংসারের কুরুক্ষেত্রে হেরি যবে মুগ্ধ নেত্রে

সাজান রয়েছে সৈন্য থরে থরে অয়ি,

হস্ত পদ অবসন্ন, কি যে ঘোর মোহাপন্ন—

হেরিয়া সৈন্যের ব্যূহ চিন্তাকুল রহি,

তুমি তবে দাও শিক্ষা, দাও গো নিষ্কাম দীক্ষা

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ কহি'—

তুমি মোর গীতা প্রেমময়ি !

তুমি মোর গীতা প্রেমময়ি !

যখন কামনা স্রোত করে হৃদি ওতপ্রোত,

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ঘোর মর্ম্মে মর্ম্মে বহি !

করিয়াও প্রাণপণ না পারি রোধিতে মন,

না পারি রোধিতে চিত্ত,—কি যন্ত্রণা সহি !—

তখন ভাবনা তব কি যে শান্তি অভিনব,

কি যে স্নিগ্ধ পবিত্রতা এনে দেয় অয়ি,

তুমি মোর গীতা প্রেমময়ি !

তুমি মোর কৃষ্ণ জনার্দ্দন,
মোরে ভালবাস নিত্য, তাইত আমার চিত্ত
দলিতে মথিতে তব একান্ত যতন,
দুঃখ দিয়া, কষ্ট দিয়া, মোর কলুষিত হিয়া
চাহ শুধু করিবারে পবিত্র পাবন,
হৃদয় সারথি হ'য়ে আমারে চালাও ল'য়ে,
আমারে সংযম শিক্ষা দাও অনুক্ষণ,—
তুমি মোর কৃষ্ণ জনার্দ্দন !

তুমি মোর প্রণব ওঁকার,
তুমি মোর বেদমাতা, তুমি সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা,
তুমি মোর ক্রিয়াকাণ্ড, বিধি সদাচার ;
তুমি স্বস্তি, স্বাহা, শান্তি, তুমি শম, দম, ক্ষান্তি ;
দূরে যায় ভুল ভ্রান্তি স্মরণে তোমার !
তুমি মোর প্রাণায়াম— ত্রিসন্ধ্যা তোমার নাম
জপিতেছি রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার—
তুমি মোর প্রণব ওঁকার !

---

(২)

সাধ

আমি চাহি সৌন্দর্য্যের সাগর-সৈকতে
চিরদিন করিতে বসতি ;
আসিতে দিবনা কভু নয়নের পথে
অসুন্দর—কুৎসিত মূরতি !
সৌন্দর্য্য সাগরে নিত্য করিব সিনান,
সলিলে তাহার নিত্যক্রিয়া ;
প্রণমি' আদিত্য দেবে—মুদিয়া নয়ান
বসি' র'ব ধ্যান-মুগ্ধ-হিয়া !
আকণ্ঠ হইয়া মগ্ন করিব তর্পণ—
পিতৃ-পুরুষের নামাবলী
স্মরিয়া—উদ্দেশে বন্দি' তাঁদের চরণ
নিবেদিব নিবাপ-অঞ্জলি !
ক্রমশঃ ডুবিয়া যাব গম্ভীরতা মাঝে,
কোথা 'শেষ' দেখিব খুঁজিয়া—
হেরিব—হেথায় শুধু মণি মুক্তা রাজে
নাহি 'ভীতি' মুখ ব্যাদানিয়া।
উপরে চঞ্চল ঊর্ম্মি যাইবে বহিয়া,
অচঞ্চল সৌন্দর্য্য মিলনে—
আমি কিন্তু ডুবে র'ব আপনা ভুলিয়া
হেথা নিম্নে মুকুতা-শয়নে।

তোমাতে আমাতে

তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে, এস জড়াইয়া থাকি ;
উঠুক ঝঞ্ঝা, বহুক বাত্যা, বজ্র যাউক হাঁকি ;
দুঃখ দৈন্য শোক—ক্রন্দন আমাদের ঘিরি র'ক,
বিশ্বের যত বিলাপ বেদন আমাদের হ'ক হ'ক।

বৃষ্টির জলে, বন্যার জলে, ভেসে যাক্ ধরাথান,
নিবিড় জলদ রাখুক্ রোধিয়া সূর্য্যের উত্থান—
পাখীগুলো সব হউক নীরব, বন্ধ করুক্ গান,
পুষ্পের মাঝে রুদ্ধ গন্ধ নীরবে ত্যজুক্ প্রাণ!

আমাদের দীন ক্ষুদ্র কুটীর হ'য়ে যাক্ ধূলিসাৎ,
হা হা ক'রে বায়ু গর্জ্জিয়া যাক্, হউক করকাপাত ;
কক্ষের দীপ নিভিয়া যাইবে, বক্ষঃ উঠিবে নাচি'—
তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে, আরো—আরো
কাছাকাছি!

চাহিনা সিদ্ধি, চাহিনা ঋদ্ধি, চাহিনা কাম্য কিছু,
গৌরব যাচি' চাহিনা ফিরিতে মানবের পিছু পিছু ;
যশের কিরীটে মস্তক মোর মণ্ডিতে নাহি চাই—
তুমি শুধু থাক আপনার হ'য়ে,—অন্য কামনা নাই !

বক্ষের মাঝে দারিদ্র্য ঘোর ক্রুদ্ধ ফণির মত
ফুঁসুক সতত উগারি' গরল,—করুক্ দ্রংষ্ট্রা ক্ষত
অন্তর মোর দিবস রাত্রি !—শঙ্কা নাহিক মানি—
তোমার অমোঘ মন্ত্র প্রয়োগে জিয়াইবে এ পরাণী !

সুধা-ধবলিত-প্রাসাদ-কক্ষে চাহিনা করিতে বাস—
শুধু তরুতল আশ্রয় করি' র'ব সুখে বার মাস !
তোমার বাহুর বেষ্টন মাঝে সংসার দিবে পাতি'—
তোমাতে আমাতে, আমাতে তোমাতে জীবনে মরণে সাথী !

মোহ

জ্বলিছে দিনের চিতা পশ্চিম সাগরে—
স্বর্ণ মেঘ দাঁড়াইয়া থরে থরে থরে !
নিবে গেল শেষ বহ্নি ; শোক-নিদর্শন
পরিল ধরণী রাণী মলিন বসন ।
সভয়ে দেখিনু চাহি,—সন্ধ্যার তিমিরে
একে একে রত্নরাজি ডুবে গেল ধীরে
আমার—এ অভাগার !—ডুবে যায় যথা
ঘোর নিস্তব্ধতা মাঝে সঙ্গীতের কথা
মধুর ঝঙ্কার শেষে !—দেখিতে দেখিতে
উদিল চন্দ্রমা দেব ; জ্যোৎস্না-হাসিতে
উঠিল বিহগকুল কাকলি করিয়া—
আমি ছিনু এতক্ষণ তন্দ্রায় ডুবিয়া !
যখন উঠিনু জাগি, বিস্ময়ে হেরিনু—
কিছু মোর যায় নাই ;—শুধু ভুলেছিনু !

সমুদ্র-কূলে

উদাত্ত গম্ভীরনাদী সমুদ্রের কূলে
দাঁড়ায়ে, চাহিনু আমি নক্ষত্র মণ্ডিত
স্তব্ধ আকাশের পানে ; শত বাহু তুলে
তরঙ্গ আসিছে ধেয়ে করি উদ্বেলিত
বক্ষঃ জননীর ! আমি মাঝখানে একা
দাঁড়াইয়ে সান্ত নর অতি ক্ষুদ্র দীন ;
উপরে অনন্ত নভঃ, রজতের রেখা,—
নিম্নে নীল নীরনিধি সীমা অন্তহীন ।
দেখিতে দেখিতে যেন পলকের মাঝে
সমস্ত মিলায়ে গেল ; সমুদ্র গর্জ্জন
থেমে এল ধীরে ধীরে ; হইল সৃজন
শব্দহীন মহাশূন্য !—কেবল বিরাজে
জ্যোতির্ম্ময় তনু এক বিরাট বিশাল—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি'—ব্যাপি' মহাকাল !

প্রদোষে

প্রতিদিন সন্ধ্যা আসে, সন্ধ্যা চলে যায় ;
আমি যেন বসে' আছি কার প্রতীক্ষায় !
সন্ধ্যার আঁধারে যেন কাহার বিরহ
জেগে ওঠে,—দীর্ঘশ্বাস ফেলি অহরহ !
কেবলি শুনিতে পাই পশিতেছে কানে—
পরপার হ'তে যেন অস্ফুট আহ্বানে
কে মোরে ডাকিছে হায়,—ক্রমশঃ আঁধার
নিবিড় হইয়া আসে ;—মৌন চারিধার।
স্তব্ধ আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া
দেখিতেছি—একেকটী উঠিছে ফুটিয়া
সহস্র হীরক দীপ !—ওগো বনমালি,
তুমি কি সেজেছ এবে শ্মশানের কালী ?—
—তাই ভক্তদেবগণ আনন্দে মাতিয়া
দীপালী উৎসব করে তোমারে পূজিয়া !

বিরহে

ডাকিতেছে চক্রবাক করুণ ক্রন্দনে
বিচ্ছেদ-কাতরময়ী প্রিয়াবে তাহার —
সমাগত যামিনীর প্রত্যেক স্পন্দনে
হ'তেছে বিবহ-গীতি মধুব উদাব !
চক্রবাক ডাকে, "প্রিয়া, এস মোর পাশ।"
প্রিয়া সে কাঁদিয়া বলে, 'নাইক শকতি' !
প্রতিধ্বনি গেয়ে যায় ফেলিয়া নিশ্বাস,
যামিনী বহিয়া যায় প্রশান্ত মূরতি।
যতই গভীবা হায়, হতেছে বজনী,
ততই বাড়িয়া ওঠে অধীব চিৎকাব ;
পশ্চিমে ডুবিয়া যবে গেল নিশামণি,
তখন ডাকিল চকা, "প্রিয়ে, একবার—!"
যখন আসিল প্রিয়া, প্রভাত তখন—
হেরিল প্রণয়ী তাব বিগত জীবন !

জোচ্ছনাতে

জোচ্ছনাতে 'ফিনিক্' ফোটে—উষাময়ী-রাতি,
এস চ'লে একে একে নিবিয়ে ঘরের বাতি—
আঙিনাতে অঙ্গ ঢেলে চাঁদের পানে চেয়ে
কাটিয়ে দেব সারানিশি চাঁদের আলোয় নেয়ে।

ধরাখানা ভেসে গেছে, পাখী গেয়ে উঠে,
চাঁদের মণ্ডল হ'তে যেন জ্যোৎস্না পড়ে লুটে।
—পদ্মায় যেন বান ডেকেছে—মান্‌চে নাক' বাধা,
ফেনিল জলে এপার ওপার হ'য়ে গেছে সাদা।

রূপ সাগরের জোয়ার এসে লাগ্‌ছে হৃদয়তীরে—
কাহার যেন শুভ্র আলাপ ভেসে আসে ধীরে!—
দেখ্‌চি যেন শুভ্র বাসে দেবতাদের বালা
খেলে বেড়ায় বিমান পথে ল'য়ে মন্দার মালা!
—ঘুচে গেছে সকল বাঁধন—ধরার যত ধাঁধাঁ—
বৈতরিণীর খেয়া ঘাটে রজত তরী বাঁধা!

বৈজ্ঞানিক ও কবি

বিজ্ঞানের বাণী আজ শিখায় মানবে
"দেখিতে সুন্দর চাঁদ—ভালবাসে সবে—
কিন্তু দগ্ধ মরু কত আছে লুক্কায়িত
উহার বুকের মাঝে ;—কবির কল্পিত
চাঁদের সৌন্দর্য্য আখ্যা ; কবি তত্ত্বহীন।"—
কবি কহে,—"বৈজ্ঞানিক, এ রহস্যতলে
কেমনে পশিবে তুমি ? মোরা চিরদিন
শিখায়েছি এই তথ্য উপমা কৌশলে !—
'পাষাণ অথবা মরু, সুন্দরের বুকে'—
গেয়েছে,—'প্রচ্ছন্ন থাকে'—কবি মনোদুখে !"

বায়স

দিবা দ্বিপ্রহর ; বসি বাতায়ন-পথে।
'কা কা' 'কা কা' রবে শুধু ডাকিতেছে কাক,
ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দিক্—উড়িছে বলাকা।
সাদা ধব্‌ধবে—যেন নাহি কোন দাগ—
আকাশের কোলখানি—ধোয়াপোঁছা যেন :
দূরে নারিকেল কুঞ্জ, গায়ে সোনা মাখা !
কে যেন কোথায় শূন্যে ডাকিতেছে কাবে
—অস্ফুট গুঞ্জন সম !—আবার সে 'কা কা' !
হে বায়স, কণ্ঠ তব কঠোর কর্কশ,
কর শুধু 'কা কা' ধ্বনি !—তবু কি মাধুরী—
তবু কি সৌন্দর্য্য আছে ? কবি-দার্শনিক
জানে শুধু, বোঝে শুধু !—তাই ফিরি' ঘুরি'
সে চায় শুনিতে শুধু স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
অতীত কাহিনী তার তব কণ্ঠস্বরে !

সাকী

"রজত পিয়ালা ভরি' আঙুরের রস
দাও মোরে এনে দাও, হে সুন্দরী সাকী !"—
কহিলা 'ওমর' কবি ঢুলু ঢুলু আঁখি,
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে হৃদয় বিবশ !
সম্মুখে দাঁড়াল সাকী রৌপ্যপাত্র করে,
কহিলা মধুরে হাসি, 'এনেছি ভরিয়া—।'
সুন্দরীর সুধাকণ্ঠে উঠিল বাজিয়া
মধুর 'রেবাব' যেন !—কবির অন্তরে
পশিল সে হাসি, সুর, সৌন্দর্য্য স্বপন ;
সর্ব্বাঙ্গ উঠিল ভরি' প্রণয়ের রসে ;
"দাও ছুড়ি' রৌপ্যপাত্র, আঙুরের রসে,"—
কহিলা 'ওমর' কবি বিহ্বল-বচনে !
—"তুমি বেহেস্তের সুধা, একটী চুম্বনে
দাও সখি, ভরি' দাও আমার জীবন !"

জ্যোৎস্নায়

গভীর নিশীথ ; শুভ্র জোছনা কিরণ
দিতেছে রচিয়া এক অপূর্ব্ব স্বপন
নীরবে ধরণীময় ; সুপ্ত চরাচর ।
আমি শুধু নিদ্রাহীন নীরব নিথর
বসিয়া রয়েছি শ্রান্ত ঊর্দ্ধ পানে চাহি' !
সমস্ত শরীব মন গেছে অবগাহি'
কি এক অমৃত রসে ;—ছল ছল আঁখি !
মাঝে মাঝে কোথা হ'তে পুষ্প-গন্ধ মাখি'
বহিয়া যেতেছে বায়ু ;—ছায়ার মতন
সমস্ত ধরণী যেন রয়েছে মগন
ধ্যানের সাগবে !—আমি যুক্ত দুই করে
রহিনু স্তিমিত নেত্রে ক্ষণেকের তবে
ভূমে জানুপাতি ;—ধীরে পশিল হৃদয়ে
কাহার অভয় বাণী স্বর্গ মর্ত্ত ব'য়ে !

দান

আমার যাহা নাই, তাহাই দিতে চাই
তোমাদের করে ওগো, তোমাদের করে গো ;
নয়ন বারিধার বহিছে অনিবার,
তাই রাখি হাসি রাশি তোমাদের তরে গো !

পুষ্পের মরণ

বনানীর অন্তরালে   একটি কুসুম
খসিয়া পড়িল যবে ধূল্যবলুণ্ঠিতা—
দেবতারা স্বর্গে তার সাজাইল চিতা

ধরণী পড়িল শোকবাস,
নয়নের জলে
দীন কবি ফেলিয়া নিশ্বাস
পুষ্পের মরণ-গীতি রাখিল গাঁথিয়া
আকাশের তলে।

---

(৩)

মাতৃভূমি

একদিন ছেলেবেলা প্রভাত গগনে
চাহিয়া দেখিনু যবে, হেরিনু নয়নে
কে যেন রেখেছে লিখে সোনাব অক্ষবে—
এই তব 'মাতৃভূমি' দেখ আঁখি ভ'বে !
এব জ্ঞান, এব ভাষা, এব পুণ্যস্মৃতি,
এব আত্মত্যাগ, এব ক্ষমা ধৈর্য্য ধৃতি
চিবদিন বেখ বৎস, হৃদয়ে তোমাব—
এইখানে উঠেছিল প্রথম ওঙ্কার !
সহসা কি যেন নব আকর্ষণ বলে
মস্তক আপনা হ'তে নমিল ভূতলে !
সম্মুখে দেখিনু চাহি' ধান্যশীর্ষগুলি
প্রভাত কিবণ মাখি' খেলে হেলি দুলি !—
তাব মাঝ হ'তে যেন স্বর্ণ-ঝাঁপি কবে
উঠিয়া আসিছে লক্ষ্মী লুণ্ঠিত অম্বরে !

শাক্যসিংহ

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষের কোন্ এক অপূর্ব্ব কাহিনী—
ভাসিয়া আসিছে আজি প্রথম উষায়!—স্মৃতি-বিপ্লাবিনী।
কাহার অমৃতস্পর্শ, বহুবর্ষের এক বিরাট চেতনা
দিতেছে আচ্ছন্ন মগ্ন করি' জগতের প্রতি অনুকণা!
বহুবর্ষ গেছে কাটি,'—শতাব্দী গিয়াছে কাটি' শতাব্দীর পর—
তোমার উদার নীতি শতরূপে, শতমুখে, দিক্ দিগন্তর
বহিতেছে;—অই সুদূর-বিস্তৃত পুণ্য ভাগিরথী মত
করেছে উর্ব্বর স্নিগ্ধ বহুদেশ, বহু পুণ্যভূমি, শত শত
জনপদ!—শুধু এ ভারতভূমি নহে;—অই "য়ুরোপ" মণ্ডলী
আজি দিতেছে মহিমান্বিত চরণে তোমার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি।

আমি যেন ভারতের এক প্রান্তে বসি।—অই সম্মুখে আমার
উঠিয়াছে অভ্রভেদী উত্তুঙ্গ হিমাদ্রী, শুভ্র, মণ্ডিত তুষার,
সহস্র কিরণদীপ্ত;—নিম্নে—পদতলে, ধীরে চলেছে বহিয়া
"রোহিণী" পর্ব্বতকন্যা অতীত যুগের এক সঙ্গীত গাহিয়া!
যার স্বচ্ছ বক্ষে, আজিও রয়েছে যেন তেমতি প্রতিবিম্বিত
কপিলাবস্তুর সেই সৌধ প্রাসাদ [illegible] চুম্বিত!
যার এক সুন্দর অতুল কক্ষে—[illegible] শাক্যশিশু নব
লভেছিলা মাতৃদুগ্ধের প্রথম [illegible]-অবয়ব'

চুম্বি' যার, ভেসেছিলা 'মায়াদেবী' আনন্দের অমৃত শীকরে ;
যে শিশু উত্তরকালে 'বুদ্ধ'রূপে জগতের ঘরে ঘরে ঘরে
'অহিংসা পরমধর্ম্ম'—বিলাইয়াছিল গলি' করুণার গোমুখী ধারায় ;—
আজি সে কাহিনী সব ভাসিয়া আসিছে যেন দূরাগত সঙ্গীতের প্রায় !

পড়িয়াছি তব নাথ, পুণ্য ইতিহাস ;—সেই অদ্ভুত জীবনী—
তব কীর্ত্তি মহীয়সী—ভক্তি-আপ্লুত নেত্রে !—অতি তুচ্ছ গণি'
রাজভোগ, রাজৈশ্বর্য্য, বিলাস বিভ্রম ; নারীর প্রেমের রাজ্য—
'গোপা' হেন নারীরত্ন, আত্মজের স্নেহ,—মহা আকর্ষণ !—গ্রাহ্য
নাহি করি চলি' গেলে হইয়া অনুপ্রাণিত আপনার বলে
করুণার পারাবার ! (পড়িয়া মানব জরা মৃত্যুর কবলে
করিতেছে হাহাকার !) সহানুভূতির উদার অশ্রুজলে
কাঁদিলে প্রেমিক প্রাণ !—হেরিয়াছি তারপর মহা নিষ্ক্রমণ—
সেই আত্মত্যাগ তব, সুন্দর সন্ন্যাসী ! সেই অসাধ্য সাধন !
সে কঠোর তপ—জগৎ কল্যাণ হেতু !—কর্ম্মপথের প্রসার—
মানবের শ্রেষ্ঠ মুক্তি পথ !—যাহা নির্ব্বাণের মূলমন্ত্র আর—
শিখাইলে হে সিদ্ধার্থ !—ছুটে এল নরনারী—পড়িল ঘুমায়ে
শান্তির পূর্ণিমালোকে,—তোমার ধর্ম্মের নব 'বোধি' তরুছায়ে!
—হেরিনু সে সব লীলা তব বৈরাগ্যের পূত অশ্রুজলে ভাসি ;
আমি বড় পাপীতাপী, দীনহীন ; আমি নাথ আকণ্ঠ-পিপাসী !
তোমার অমিত আভা রেখেছে উজ্জ্বল করি' স্বর্ণপ্রসূ এ ভারতভূমি—
ধন্য শাক্য-অবতার, প্রণমি তোমার পদে, পূর্ণব্রহ্ম তুমি !

লক্ষ্মীপূজা

হে জননী, বঙ্গলক্ষ্মী, হে কমলা রমা
পূজিছে তোমারে আজি বঙ্গের রমণী;
উঠিতেছে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনি।—
শারদ পূর্ণিমানিশি; অপূর্ব্ব চন্দ্রমা
অপূর্ব্ব সুষমারাশী করিছে বিস্তার;
কি শুভ আশীষ বহি' ফিরিছে পবন;
পুষ্পগন্ধ, জ্যোৎস্নালোক, বাদ্যের নিস্বন
খুলিয়া দিয়াছে যেন ত্রিদিব ভাণ্ডার।
এস তুমি মূর্ত্তিমতি, কর অধিষ্ঠান
দরিদ্র কবির এই কুটীর অঙ্গনে;
নির্ভর তোমার 'পর কবিযশঃ মান
তুমি দাও নাম খ্যাতি,—বিদিত ভুবনে!
এস মা কমলা তবে এই স্থলগণে—
নিবস' সপত্নী সহ কবির ভবনে!

কোথা

কোথা আজি ভারতের পূর্ব্বতন প্রথা ?
কোথা আজি ভারতের বেদ-ধর্ম্ম-কথা ?
কোথা আজি ব্রাহ্মণের সে উদার জ্ঞান—
তেজোগর্ব্ব গৌরতনু, যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান !
হোম-গন্ধে আর নাহি হয় আকুলিত
দশদিশি ;—আর নাহি হয় সমীরিত
বেদগান, বেদমন্ত্র, উদাত্ত গম্ভীর ;—
আর নাহি যজ্ঞভাক্ দেবতা অধীর
নেমে আসে মর্ত্ত্যভূমে, স্বর্গলোক ছাড়ি'—
হ'য়েছে মানব এবে দুষ্ট কদাচারী ।
দেবদ্বিজে নাহি ভক্তি, স্বার্থভরা হৃদি ;
এবে স্বার্থ, জপ, তপ, কর্ম্মকাণ্ড, বিধি,—
কালের আবর্ত্তে সব পাইয়াছে লয়,
কালের আবর্ত্তে পুনঃ হবে কি উদয় ?

শীতের আবাহন

এস শীত, এস সরস পরশ, স্নিগ্ধ শীতল পাণি—
রাখিয়া আমার তপ্ত অঙ্গে বন্ধনে বাঁধ বাণি!
চাহিব না আমি বন্ধন হ'তে নিজেরে করিতে মুক্ত,
আড়ষ্ট হ'য়ে প্রস্তর প্রায় তোমাতে রহিব যুক্ত!
চুম্বনে তব গাত্রদাহ এ মুছিয়া লইবে মোর,
শান্তির ঘুমে দীর্ঘ রজনী অনায়াসে হ'বে ভোর!

এস বধূ, এস পাণ্ডুর মুখে অশ্রু-নয়না তুমি।
এস প্রিয়া, এস বিরহবিধুরা বিষাদ-মগনা তুমি!
কুহেলি-বসনে অঙ্গ আবরি' এস' তুমি এস' তন্বি,
উত্তর বায় অঞ্চল তব কাঁপাক্ রাত্রি-অহ্নি!
তন্দ্রা সখিরে নিয়ে এস তব সতত স্বপনমগ্না,
মুক্তার শ্রী দূর্ব্বাদলে থাকুক্ সুচির-লগ্না।

তোমার উদয়ে মটরের ফুলে প্রান্তর যাবে ভ'রে,
খর্জ্জুর-তরু কলসী ছাপিয়া অমৃত বিলা'বে নরে!
কত ফল মূল খাদ্য রসাল উদ্ভিজ নানা জাতি
ধরিবে ধরণী-বক্ষে তাহার ফিরোজা আঁচল পাতি'।
কমলা লেবুর রসে ভরপূর হবে প্রাণ মাতোয়ারা,
বসন্ত শ্রী চাহেনা এ কবি ওগো নিরালঙ্কারা!

নিসর্গ র'বে ধ্যান-নিরতা ধরি' যোগিনীর বেশ,
প্রসাধন হ'তে রবে বঞ্চিতা রহিবে শূন্য কেশ!
—পরিবে না গলে পুষ্পমাল্য, চরণে লাক্ষারস;
কোকিলের গানে নূপুরের রব করিবে না দিক্‌দশ!
—সাজিবে না আর গোলাপী বসনে,—কষিবে নিজতনু;
যোগ-নিমগন রবে অনুখণ,—লভিবে নবীন জনু!

চন্দ্রের কলা শোভিবে মধুর কুহেলি বসন দিয়া,
স্বপ্ন অলস বসিয়া রহিব তোমাতে আমাতে প্রিয়া!
তুষারবিন্দু পড়িবে পাতায়,—নীরব নিঝুম রাতি;
অন্তর দাহ নিভিয়া যাইবে;—শুনিব কর্ণ পাতি'
পর-জগতের সঙ্গীত কোন,—হেরিব নিদ্রাশেষে
শিশিরের জলে করিয়া সিনান ধরণী উঠিবে হেসে!

বসন্তে

বহিছে বসন্ত বায়ু, কোকিল গাহিছে গান ;
বিরহ কাঁদিয়া ফিরে, মিলন উৎফুল্ল প্রাণ !
যৌবন-উলস-তনু শিহরি উঠেছে ধরা—
প্রকৃতির মর্ম্মে মর্ম্মে কি সুখ রোমাঞ্চ ভরা !

লইয়া বিচিত্র বর্ণ, গীত, গন্ধ, শোভা রাশি,
এসেছে বসন্ত লক্ষ্মী, ধরণী উঠেছে হাসি
—ভ্রমিয়া বেড়ায় যেন ধরার উপর দিয়া
অতুল-সম্পদ তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়াইয়া !

এসেছে বসন্ত যবে, তুমিও আইস প্রিয়া,
বসন্ত লক্ষ্মীর মত ! বুকের উপব দিয়া
দলিয়া চলিয়া যাও—জাগায়ে কোকিল-বাণী
ফুটায়ে কুসুমরাশি, অয়ি মোর শোভারাণি !

পল্লী

হেরিলে পল্লীর নগ্ন উন্মুক্ত প্রান্তর
পড়িয়া রয়েছে যেন দিগ্বিদিক্ জুড়ি,—
উপরে সুনীল স্বচ্ছ প্রশান্ত অম্বর,
বহিছে পবনে যেন চন্দন কস্তুরি !—
—আনিছে নূপুর শব্দ শ্রুতিরন্ধ্র-পথে,
দুই পাশ্বে ধান্য-ক্ষেত্র তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিছে তটিনী কোথা আঁকিয়া বাঁকিয়া—
প্রাণ মোর যেতে চায় কোন্ মনোরথে ?
মনে হয় হে প্রকৃতি, কতই উদার,
কতই সৌন্দর্য্যময়ী তুমি এই স্থানে,
হেথায় পরনা তুমি সজ্জা অলঙ্কার—
আপনারে ব্যক্ত করি' দিয়াছ এখানে !
হেথায় সকলি হায়, স্বরূপ তোমার—
প্রতি অণু পরমাণু সৌন্দর্য্যের সার !

নগরী

ইষ্টক প্রস্তরময়ী নগরীর মাঝে
হে প্রকৃতি, কি সংকীর্ণ তোমার প্রসার—
গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, লোকের চীৎকার,
নিয়ত শ্রবণে তব কি কর্কশ বাজে!
সরমে সঙ্কোচে হেথা থাক অনুক্ষণ,
না পার মেলিতে আঁখি সদা সশঙ্কিত;
হেথা নাহি শুনি তব নূপুর-নিক্কণ—
আপনারে রাখ সদা করি' আচ্ছাদিত!
পবন তোমারে হেথা করে না ব্যজন
আনি' অর্ঘ্য তব পদে—সুরভি-সম্ভার,
সে শুধু মৃত্যুর বার্ত্তা করিছে বহন
ছড়ায়ে ব্যাধির বীজ তব চারিধার।
থাক জনতার মাঝে হয়ে জড়সড়—
আপন সৌন্দর্য্যরাশি আপনি সম্বর।

কর্ম্মক্ষেত্র

এ নহে প্রেমের খেলা, জ্যোছনা-স্বপন ;—
এ যে শুষ্ক কর্ম্মক্ষেত্র —কর্কশ বন্ধুর ;
হেথায় কোকিল-কণ্ঠে সঙ্গীত কূজন
ঝরেনা, গাহেনা পাপি' পঞ্চমে মধুর !
হেথায় ফুটিয়া ফুল ঢালে না সুবাস,
হেথায় ছোটেনা কভু মলয় বাতাস,
হেথায় বসন্ত নাই, নাই গীতি গান,
হেথা নাই প্রেমিকের কাব্য উপাদান !
আছে হেথা কর্ত্তব্যের ভীম ভেরীনাদ,
নাই হেথা প্রেম, প্রাণ, আত্ম-বিনিময় ;
আছে শুধু চিরদ্বন্দ্ব, বিদ্রোহের ভয় ;
নাইক বন্ধুত্ব,—আছে বাদ বিসম্বাদ !
হেথায় ওঠেনা কভু বীণার নিক্কণ—
শুনি শুধু আর্ত্তনাদ, পতন, গর্জ্জন।

অশান্তি

কে কোথায় কাঁদে—কানে আসে মোর ;
কার নিশি কোথা হ'ল নাক ভোর ;
কাহার মাণিক নিয়ে গেল চোর—
উঠিছে নিয়ত ঘোর হাহাকার !
কোথা ভূমিকম্পে হ'ল ধূলিসাৎ
কার জীর্ণ কুঁড়ে !—অশনি নিপাত !—
নিবাইয়া দিল ঘোর ঝঞ্ঝাবাত
প্রদীপ কাহার—করিয়া আঁধার ?
কে কোথায় কবে বেসেছিল ভাল ;
কার আঁখিজল জন্মে না শুকাল ;
কাহার জনম বিফলেতে গেল ;
কাহার বীণার ছিঁড়ে গেল তার ;—
শুধু হাহাকার, করুণ ক্রন্দন
আসি'ছে সতত আকুলি' শ্রবণ ;
কর নাথ, কর শান্তি বরিষণ
জগতের বুকে !—কর প্রতীকার।

প্রভাতে

প্রভাতে উঠিয়া আজি ভূমে জানু পাতি'—
কোথা তুমি চির-দীপ্তি, ওহে প্রাণাধিক,
আমার জীবন ঘিরে' যে আঁধার রাতি—
হবেনা প্রভাত কভু, হায়, কোন কালে ?
আলোক-তরঙ্গ অষ্ট দিক্ চক্রবালে—
বিহগের কলকণ্ঠে ঝরে বৈতালিক !
বালার্ক কিরণে স্নাত কত পান্থবর
চ'লে গেল কর্ম্মক্ষেত্রে, আশাদীপ্ত প্রাণ ;
আমি ভাবিতেছি নাথ, আকুল অন্তর,
কি নিয়ে করিব যাত্রা, কি আছে আমার ?
পথের সম্বল আজ কিছু রাখি নাই,
প্রথম যৌবন গেল করি হাহাকার ;
তাই আজ অশ্রু-আঁখি শূন্যপানে চাই—
আলোকে ভরিয়া গেছে এ বিশ্ব সংসার !

সংসার

এ অনল জতুগৃহ দিয়াছে বচিয়া
কোন্ সেই মহাপাপ দুষ্ট পুরোচন ?—
দেবতা সহায় যার, সখা নারায়ণ ;
কার সাধ্য মাবে তারে গোপনে দহিয়া ?
বিবেক-বিদুব যার পরামর্শ-দাতা,
কর্ম্মরূপী-ভীম যাব সতত সহায় ;
জ্ঞান-দ্বৈপায়ন যারে সুপথ দেখায় ;
—কি করিবে দুর্য্যোধন—অধর্ম্ম-বিধাতা ?
শত শত কুরুক্ষেত্র হ'ক সংঘটিত,
শত অক্ষৌহিণী সেনা আসুক আহ্বানি' ;—
সারথি সাজিয়া প্রভু, দেব চক্রপাণি
দিবেন অভয় মোবে ;—হব আশ্বাসিত
হেরি তাঁব বিশ্বরূপ—অনন্ত মহান্—
লভিব বিজয়-লক্ষী—দ্রৌপদী সমান !

মহারণ

বাধিয়াছে এ হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র রণ—
দুই ধারে দাঁড়াইয়া সেনা অগণন
ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের—পাণ্ডব, কৌরব,
ওহে পাণ্ডবের সখা, পাণ্ডব-গৌরব,
বাজাইয়ে পাঞ্চজন্য, অশ্ববল্গা ধরি'
হটাইয়ে দাও দেব, অধর্ম্মের অরি !
বেজেছে তুমুল যুদ্ধ ঘোর কোলাহলে,
উড়িছে গৃধিনীকুল আকাশ ছাইয়া ;
আসিছে বিপক্ষ সেনা দলে দলে দলে—
কত মহারথ রথী সসস্ত্রে সাজিয়া !
ধর দেব, ধর ধর চক্র সুদর্শন—
সবেগে ছাড়িয়া দাও, হউক পতন
ক্রোধ প্রতিহিংসা দ্বেষ—কৌরবের রথি,'
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়" উঠুক্ ভারতী !

এ নহে

এ নহে প্রেমের ছবি, স্বর্গের দেবতা—
এ নহে দগধ হৃদি জুড়াবার ঠাঁই ;
এ নহে প্রাণের ভাষা, মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,—
এ যে গো নরক-কুণ্ড জ্বলিছে সদাই !
অই যে কটাক্ষ-লীলা—বিলোল-চাহনি--
রক্ত ওষ্ঠাধরপুটে মধুর আলাপ—
উহাতে লুকান আছে দুষ্ট কালফণী,
—গরল আধারে যেন অমৃতের ছাপ !
ছিঁড়ে ফেল ফুলমালা, বন্ধ কর হাসি,
বন্ধ কর নৃত্যগীত, বাঁশরীর রব ;—
থামাও নূপুরধ্বনি, পরা'য়ো না ফাঁসি—
থামাও থামাও এবে প্রমোদ-উৎসব !
সত্য যাহা, ধ্রুব যাহা, তাই চির রয়—
চাহিনা প্রেমের এই মিথ্যা অভিনয় !

বাদলায়

সারাদিন—সারারাতি—ঝরিছে বাদল বারি,
এস তুমি, এস কাছে পরি' নীলাম্বরী সাড়ী—
এস প্রিয়ে, মুক্ত কেশে—চূর্ণ কুন্তলের বাশ
মুখে, চোখে, নাকে, কাণে, খেলে যাক্ চারিপাশ!
কে যেন গাহিছে গান মেঘ মল্লারের সুরে,
কে যেন পড়িছে শ্লোক মন্দাক্রান্তা ফিরে ঘুরে!
একা ব'সে গৃহকোণে মনে পড়ে কত কথা—
কুবেরের অভিসাপ—বিরহীর মর্ম্মব্যথা—
রামগিরি, বৃন্দাবন—মেঘে ঢাকা দশদিশি,
রাধা-শ্যাম, কেলিকুঞ্জ, "আঁধার শাঙন নিশি"!
অঞ্চল লুটায়ে যাক্—আমারে দাঁড়াও ঘিরে,
মেঘেতে চপলা প্রিয়ে, খেলে যাক্ ধীরে ধীরে!
আঁধারে ঢেকেছে বিশ্ব—জলদে আকাশখানি—
নীলবাসে, কেশপাশে মোরে ঢেকে দাও রাণি!

স্বপ্নের মত

স্বপনের মত তুমি কবে এসেছিলে ?
স্বপনের মত শুধু দুদণ্ড থাকিয়া—
জীবনে কি সুখ-স্বপ্ন রচি' দিয়াছিলে ?
আবার স্বপ্নের মত গিয়াছ চলিয়া !
স্বপনে ডুবিয়া আমি ছিনু ক'টী দিন,
স্বপনে তোমার পানে লয়েছিলে টানি'
স্বপনে চিনিনু তোমা'—নহ তুমি ভিন্—
কে যেন বলিয়া দিল কহি' স্বপ্ন-বাণী—
"তুমি মোর আপনার" ! স্বপনে জাগিয়া
রহিনু একান্তে শুধু বাণীর সেবায় ;
পড়িনু প্রেমের পাঠ তোমাতে মজিয়া !—
বাণী-সাধনায় সিদ্ধি প্রেম-সাধনায়—
তুমি শিখাইয়া গেছ করিয়া পিরিতি,
স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেছে, আছে মাত্র স্মৃতি !

ভেবেছিনু

ভেবেছিনু চিরদিন রহিবে আমার—
বিচ্ছেদ তোমার সনে হবে না কখন্ ;
তোমার প্রেমের ছায়' পাতিব সংসার,
তোমাব প্রেমের ছায়' জুড়াব জীবন !

—পাইব সান্ত্বনা তব, তব স্বস্তিবাণী,
তব স্নিগ্ধ-বাহু-দুটি রবে প্রসারিত
আমারে বাঁধিতে চির—ওগো প্রেমরাণি,
কেটে যাবে সর্ব্ব গ্লানি—সকল দূরিত !

তোমার প্রেমের নীরে—সৌন্দর্য্য-সাগবে
আকণ্ঠ ডুবিয়া রব—চির চিরদিন ;
নিত্য নব গান রচি' তুলে দিব করে,
নিত্য নব সুরে মোর বেঁধে দিব বীণ !—
সুখে দুখে অবসাদে—অন্তে নাহি জানি'
জড়ায়ে রহিব শুধু তোমারে কল্যাণি !

মনোদুঃখে

মোর   রিকৃথ নাই—   রিক্ত কর
সিক্ত নয়ন দু'টি—
শূন্য ঘরে   একলা প'ড়ে
খাচ্চি লুটিপুটি !
আসছ তুমি জগন্মাতা,
আমার দুঃখ, আমার ব্যথা,
আমার তপ্ত নয়নজল
মুছাতে মা, তুমি
পাব নাকি, সুধাই তোরে ?
প'ড়ে আছি মোহের ঘোরে—
ঢাকে ঢোলে মুখরিত
শ্যামল বঙ্গভূমি !

সবাই আজি মনের সুখে
ঘুরে' বেড়ায় হাসিমুখে,
প্রাণের আশা, প্রাণের সাধ,
মিটায় নিশিদিন ;

আমার শুধু শ্মশান-বুকে
জ্বল্‌চে চিতা ; বহ্নি-মুখে
হচ্চে ভস্ম আশা, শান্তি,
    জীবন-রেখা ক্ষীণ ;—
মবণ তবু নাহি আসে,
বহ্নি দেখি' পলায় ত্রাসে ;
নীবব মাগো, প্রাণের ভাষা
    নীরব প্রাণেব বীণ্ !

অযুত সাধ হৃদে ফোটে—
শুষ্ক হ'য়ে ধূলায় লোটে—
জীর্ণ তারা, শীর্ণ তারা,
    ধূলায় প'ড়ে মরে ;
চেয়ে আছি আকাশ পানে,
হাসি, বাঁশী, আলোয়, গানে,
হর্য-কোলাহলের মাঝে
    তবু মা, বিতরে
নিরানন্দ প্রাণের মাঝে
কি আনন্দ সকাল সাঁঝে—
তোমার শুভ আগমনী
    গাচ্চে যত নরে,
আমি কি মা, নীরব র'ব
    একা আঁধার ঘরে ?

আমার আজ্ রিক্ত কর
সিক্ত নয়ন দু'টি ;
দ্রবিণ আশে ছুটে গিয়ে
ধূলায় ভরি মুঠি !
আমার সবি হারিয়ে গেছে,
ম'রেও তবু আছি বেঁচে ;
আঁধার নিয়ে ঘুরে' বেড়াই—
বিরক্তি ভ্রূকুটি
সইচি নিত্য রাশি রাশি ;
একটু প্রেম, একটু হাসি,
পাইনা আহা, কেবল হাহা—
কেবল ক্ষত চির্ !
এম্নি ক'রে জন্ম আমার
কাট্বে কি মা, এম্নি আঁধাব
বইতে হবে সারা জীবন—
এম্নি আঁখি-নীর !

যাদের্ মাগো, অর্থ আছে
তারা তোমার পূজা
কর্বে সাধে ; আমরা শুধু
দেখ্ব দশভুজা !

দেখ্‌ব নানা আয়োজন ;
শুন্‌ব তোমার আবাহন ;
আলোক পুলোক গীত গন্ধ
লাস্য লীলা খেলা,
কল-কূজন দিবারাতি—
অচেতনও উঠ্‌বে মাতি'—
কত শোভা, কত সজ্জা,
কত লোকের মেলা,—
হের্‌বে গরীব রুদ্ধ কণ্ঠে !
কে তারে আজ্ সুধা বণ্টে ?
আমার মতন নয়ন-জলে
ভাস্‌বে দু'টি বেলা।

চাইনা মা, আর সুখের দিনে
ফেল্‌তে আঁখিজল,
দশের হাসি, দশের প্রীতি,
আনুক্ প্রাণে বল !
আয় মা, শিবে, ভবরাণি,
আন্ মা তবে অভয়বাণী,
শস্য-শীর্ষে ভরি' উঠুক্
ধরার চেলাঞ্চল ;—

তোমার রাঙা চরণ-পরশ
অশ্রুমাঝে আনুক্ হরষ,
লক্ষ্মী থাকুন্ রক্ষীরূপে
ফুটুক শতদল ;—

এই মা, তবে মুছ্‌নু আঁখি—
মুছ্‌নু আঁখিজল।

কেন

বিধি যখন তোমার ভাগ্যে লিখেন্ নাই কোন সুখ—
কেনরে তবে ঘুরে' বেড়াস্ পথের মাঝে কেঁদে কেঁদে
অমন ক'রে দিন দুপুরে ? সাঁঝে, সকালে- একটুক্
নাইক আরাম, নাইক শান্তি—পরের হৃদয় সেধে সেধে !

নয়নজল তোর ঘুচ্‌বে নাক,—কেবল বাজিয়ে যারে বাঁশী—
পাখীর গানে, ফুলের বাসে, মাতিয়ে দে তোর পরাণখানা ;
আছে কুঞ্জ, বনচ্ছায়া, আছে তরল চাঁদের-হাসি,
গ্রামেব পথ, নদীর তট—পরপারের রেখা টানা !

ওরে ভ্রান্ত, কার উপর তুই করবি বল্ আজ অভিমান ?
কাঁদ্‌লে কিছু ফল হবেনা, কাঁদাই শুধু হবে সার !
সংসারেতে থাকতে গেলে চল্‌বে না তোর কোমল প্রাণ—
হৃদয়টাকে পাথর দিয়ে গড়্‌তে হবে বাবস্থার !—
—ভুল্‌তে হ'বে সুখস্মৃতি, ভুল্‌তে হ'বে ভবিষ্যৎ,
শক্ত ক'রে রাশ্ বাগিয়ে চালিয়ে দে রে কর্ম্মরথ !

নিবেদন

চুপ ক'রে থাকি ব'লে কেন মাগো, লোকগুলো
বুঝেনা আমার ব্যথা !
চুপ ক'রে থাকি বলে' কেন মা, কহেনা পরে
দুইটা সান্ত্বনা কথা !

সংসারের এই ধারা— অসার চীৎকার ক'রে
তোলে যারা হট্টগোল ;
সংসার তাদেরি সনে পাতায় সখিত্ব মাগো,
হাসিমুখে দেয় কোল !

জননী গো, তোর সেবা করি ব'লে, কেন লোক
হায়, এত কথা বলে ?
জননী গো, তোর সেবা করি ব'লে বিধি কেন
আমারে কাঁদান্ ছলে !

আমি যে পারিনা মাগো, চীৎকারে কাঁপাতে ধরা
নাহি মোর কণ্ঠস্বর ;
আমি যে পারিনা কভু শূন্যগর্ভ কথা ক'য়ে
বেড়াতে ধরণী 'পর ।

আমি শুধু একধারে জীর্ণ শুষ্ক মন ল'য়ে
বিষাদ-মলিন মুখে—
আপনার মনোমত রচি দু'চারিটী গান
যন্ত্রণা চাপিয়া বুকে।

আমি কভু পারিব না সংসারের মত হ'তে
ভেসে যাব ক্ষতি নাই;
ডুবিবার কালে মাগো, গেয়ে যাব দুটো গান,
ডুবে যাব গান গাই!

হে মোর সাহিত্য-লক্ষ্মি, থাক তবে রক্ষীরূপে
দীনের কুটীর মাঝে!
তোর পূজা করি' আগে বাহিরিব পথে মাগো,
সংসারের অন্য কাজে!

দেখিতে দেখিতে

দেখিতে দেখিতে হায়, একটী বছর
কেটে গেল—কত অশ্রু ঝরিল নয়নে ;
ঘটনা ঘটিল কত ঘটনার পর,
কতবার এলে গেলে—হেরিনু গোপনে।
লিখিয়া কতই লিপি পোড়ানু অনলে,
দিব দিব দিব করি' নারিলাম দিতে ;
কতবার বসি' প্রিয়ে, বিজনে বিরলে
হেরিছি তোমার স্মৃতি কাঁদিতে কাঁদিতে।
সেই সে নিদাঘ প্রিয়ে, আসিল আবার—
সেই সে দুপুররোদে ঝাঁ ঝাঁ করে দিক্ ;—
আর না ছুটিয়া যাই পথে শতবার,
আর না দাঁড়াও এসে—আঁখি অনিমিক্
চাহিয়া পথের পানে—প্রতীক্ষা-কাতর,
সেই তুমি, সেই আমি—কিন্তু আজি পর !

আজিকে

শুধু কি স্বপনে প্রিয়ে, চ'লে যাবে দেখা দিয়ে,
আর কি পাবনা আমি দেখিতে তোমায়
জেগে থেকে, কাছে রেখে ? তোমারে যে দেখে দেখে
মিটিত না সাধ মোর,—ভুলে গেলে হায় !
তুমিত ভুলিয়া গেলে অনায়াসে অবহেলে,
ভাব দেখি কি যে তুমি বলিতে আমায় !—
কি যে বলেছিলে শেষ ! সত্য প্রিয়ে, নহে শ্লেষ—
সেই সুর, সেই বেশ, এখনও হিয়ায়
বেজে ওঠে দিবানিশি— সেই শেষ, শেষনিশি—
নয়নের জলে ভাসি' লইনু বিদায়—
সেই শেষ—ছাড়াছাড়ি—তোমায় আমায় !

তারপর কতদিন কেটে গেল হায়,
কেটে গেল কতদিন— সুখহীন, শান্তিহীন
ভ্রমিয়াছি পথে পথে পাগলের প্রায় ;
চ'খে নাহি ছিল ঘুম, কেবলি শোকের ধূম
সারাদিন, সারারাত আবরি' আমায়
রেখেছিল—কোন' কাজে যাইত না মন,—সাঁজে
পশিতাম গেহে মোর !—অমনি শয্যায়—
নীরবে শয্যায় পড়ি' শুধু তব নাম স্মরি'
কাঁদিতাম—হেরিতাম কভু জোছনায়

ভেসে গেছে ধরাখানা, কোকিল দিতেছে হানা —
পরাণ উঠিত আরো হুহু ক'রে তায়।—
ডাকিতাম — ধীরে ধীরে আমারে দাঁড়াও ঘিরে
হে মরণ, দয়া ক'রে লওনা আমায়!

অবশেষে কত ক'রে বাঁধিনু পরাণ!
আজ্ ভুলে গেছি প্রেম, শুধু রৌপ্য, শুধু হেম,
শুধু অর্থ-অন্বেষণে নিশিদিনমান
ঘুরিতেছি দিশেহারা, কথা নাই স্বার্থছাড়া,
অর্থ পেলে ভুলে যাই মান অপমান!
কাব্য অই প'ড়ে দূরে, আজ্ পাপিয়ার সুরে
নাহি জাগে হৃদিমাঝে প্রণয়ের তান!
সব চাপা পড়ে গেছে, স্মৃতি শুধু রেখে দেছে
আগেকার জীবনের দু' একটি গান!
তোমারে তোমারে তবু ভুলিতে পারিনে কভু,
সতত তোমার তরে ঝরিছে নয়ন!
তোমার মূরতি খানি তেমতি তেমতি রাণি,
রয়েছে জুড়িয়া বুক—রবে আমরণ!
তবে কি স্বপনে প্রিয়ে, যাবে শুধু কাঁদাইয়ে?
আর কি তোমার দেখা পাবনা কখন
জাগ্রত জীবনে প্রিয়ে,—হবেনা মিলন!

স্বপ্ন-মিলন

কেন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় ? এই প্রশ্ন ওঠে মনে,
লক্ষ জনমের স্মৃতি জড়িত স্বপন সনে !
মানব করিতে নারে যে প্রশ্নের সমাধান,
অন্ধবৎ ঘুরে মরে, আকুল ব্যাকুল প্রাণ—
দর্শন, বিজ্ঞান যেথা নীরব হইয়া যায়,
শাস্ত্রের নিগুঢ় তত্ত্ব নিহিত থাকে গুহায়—
সেই প্রশ্ন একদিন কি এক আলোক পেয়ে
ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে স্বপনের মাঝখানে—
কে যেন দাঁড়ায় এসে ! একদৃষ্টে থাকি চেয়ে—
যবনিকা স'রে যায়—স্বর্গ মর্ত্ত্য একস্থানে !
সে যেন নীরব ভাষে——"জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে
তোমায় আমায় দেখা, চিনিতে পারনা মোরে !
আত্মায় আত্মায় প্রেম, নহে সে দেহের সনে—
মিলন স্বপনে ঘেরা, বিরহ সে জাগরণে !"
স্বপন ভাঙিয়া যায়, আশায় উৎফুল্ল প্রাণ—
বিরহের মাঝে বাজে মিলনের ঐক্যতান !

তবুও

তবুও ত একদিন বেসেছিলে ভাল,
তবুও ত একদিন ঢেলেছিলে আলো
আমার এ কবি-প্রাণে! তবু একদিন
সমস্ত উপেক্ষা ঘৃণা পারেনি মলিন
করিতে তোমার প্রেম; কুৎসা নিন্দা গ্লানি
অকাতরে বুক পেতে লয়েছিলে রাণি,
আমার লাগিয়া!—আজও তাই মনে করে'
তোমার নামটী মম অন্তর-অন্তরে
পূজি দিবারাতি! আজও হৃদয় আমার
তোমার দর্শন মাগি' করে হাহাকার—
ক্ষণিক দর্শন শুধু!—চাহিনা বুঝিতে
ভাল কিম্বা মন্দ ছিলে! চাহিনা জানিতে—
প্রতারণা করেছিলে প্রণয়ের নামে?
আমি ভালবেসেছিনু, প্রেমে—নহে কামে
এইটুকু বুঝি শুধু! আরো এই জানি—
দেবতা দানবী কিম্বা নারীকুল-গ্লানি,—
যা' হও তা' হও তুমি! প্রেমের গৌরব
অক্ষুণ্ণ রাখিব চির! ভুলে গিয়ে সব
প্রেমের নয়নে আমি—কবির নয়নে
তোমারে বাসিব ভাল জীবনে মরণে!

বন্ধুবর *

হে সুন্দর, সৌম্যকান্তি, রহস্য-প্রবীণ,
হে সাহিত্যপ্রিয়, মম আনন্দ-বর্দ্ধন,
দগ্ধ হৃদয়ের শান্তি,—নিকুঞ্জ-ভবন
সংসারের মরুভূমে তুমি চিরদিন—
হতভাগ্য এ কবির—পরম সুহৃদ্ ।
সরল-হৃদয় তুমি, বালকের রীতি—
নিষ্কলঙ্ক,—অসামান্য তব বন্ধুপ্রীতি
করিয়াছ চিরধন্য—হে মর্য্যাদাবিদ্ !

সুখে, দুখে, অবসাদে, সম্পদে, বিপদে,
নিরাশার তীব্রদাহে, অভাব-তাড়নে,
সাহিত্যে, সমালোচনে,—তুমি পদে পদে
উৎসাহ সান্ত্বনা দিয়া, একান্ত যতনে
সেবি'ছ আমারে সদা—দিয়া ভালবাসা
কনিষ্ঠ সোদর সম—দিয়া অর্থ কভু !
"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" তবু সখা তবু—
তোমার প্রণয় কিন্তু মম চির আশা !

---

* "বল্লাল-সেন" নাটক প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দাস।

'প্রদীপ' ও 'এষা' পাঠান্তে

বাণীর মন্দিরে তুমি ভাস্বর ঋত্বিক্,
তোমার প্রেমের পূজা—অপূর্ব্ব নূতন ;
তোমার প্রদীপ-ভাসে ঠিকরে মাণিক—
তোমার হবির গন্ধে সুরভি পবন !
বেদমন্ত্রসম তব প্রেমের সঙ্গীত—
নিষ্কাম, প্রযত, স্নিগ্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার !
জ্বালিলে যে হোমানল, পুড়ে ছারখার
কামনা,—সার্থক তুমি কবি-পুরোহিত !
মানবী, মানবী নয়—স্বর্গের দেবতা—
হেথা প্রেয়সীর মূর্ত্তি, সেথা পূর্ণরূপ ;
ব্যাকুল হৃদয় তব এনেছে বারতা—
শুনিতে সে প্রেমতত্ত্ব জগত লোলুপ !
প্রেমের মরণ নাই, তারি চিরজয়—
গেয়ে যাও, গেয়ে যাও, হে কবি অক্ষয় !

'আমোদ' ও 'আরাম' পাঠান্তে

চাহিনা শুনিতে আজ্ বিজ্ঞানের কথা—
দর্শন, মানব-তত্ত্ব—শুষ্ক, রসহীন,
নিয়ে এস 'রসময়,' রসের বারতা—
ভুলে যাই সংসারের কর্ম্ম দৈনন্দিন !
নিয়ে এস 'ছাইভস্ম,' 'আমোদ,' 'আরাম,'
আর নিয়ে এস তব কান্ত বপুখানি—
রস উথলিয়া যাহে পড়ে অবিরাম,
আকারে ইঙ্গিতে ভাবে কত কানাকানি !
তোমার কবিতা কবি, আঙুরের রস,—
রোগীর প্রধান পথ্য, ভোগীর বিলাস,
আনে শক্তি, আনে স্ফূর্ত্তি—জীবন্ত হরষ,
অথচ মরমে ঢালে করুণ উচ্ছ্বাস !
রসময়—কবি, তব বিধিদত্ত নাম,—
হয়েছে সার্থকনামা, পূর্ণমনস্কাম !

'মূর্চ্ছনা' পাঠান্তে

সরল সুন্দর প্রাণ কবি 'হৃষীকেশ,'—
তোমার কবিত্ব ধারা রজত নির্ঝর
জাহ্নবীর ধারা সম ; আদরে মহেশ
ধরিবে মস্তকে তাঁর জটাজূট 'পর।
কবে কোন্ ঊষালোকে, কোন্ শৈল হ'তে
তোমার কবিত্ব ধারা হ'য়ে উৎসারিত
ভক্তিপূর্ণ, প্রেমপূর্ণ, করুণার স্রোতে
সাগর-সঙ্গম-পথে হয়েছে ধাবিত।
কুটিল বঙ্কিম পথে কবে নাই গতি,—
সহজ সুন্দর পথে করেছে প্রয়াণ ;—
কল কল কল নাদে করিছে আবতি,
হৃদয়ে আলোক-রেখা সদা কম্পবান।
—করিছে আরতি সেই ভবেশ-চরণে
হাস্য-লাস্য-ফেণ-লীলা-আলোকে-কম্পনে!

---

* বন্ধু-বিয়োগে

মাতা ধবিত্রীব অঙ্কে লভিয়া জনম
ছুদিনেব রঙ্গ চঞ্চলতা ;
তাবপর একদিন কেটে যায় ভ্রম,
নেমে আসে ঘোর নীরবতা।

ধীবে ধীবে থেমে যায় বাঁশরীর স্বব
উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ কলগান ;
বাবকত নাভিশ্বাস, বক্ষেব ঘর্ঘব ;
—তারপর সব অবসান !

উঠে উচ্চে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনেব বোল,
চেয়ে থাকে স্তব্ধ মহাকাশ ;
চির বিদায়েব সেই শেষ হবিবোল
—মানব-জন্মেব ইতিহাস।

শ্মশানে জাহ্নবী-তটে চিতায় শয়ন
শিশু যথা উৎসঙ্গে মাতার ;
জন্ম মৃত্যু দোঁহাকার গাঢ় সম্মিলন—
কি মহান দৃশ্য একাকার !

---

* আমার বাল্যবন্ধু, সতীর্থ ৺রামগোপাল সিংহ।

অবগাহি' পূত স্নিগ্ধ জাহ্নবীর নীরে
নিভে আসে অর্দ্ধ শোকানল ;
গৃহে ফিরি, অগ্নিস্পর্শ করি ধীরে ধীরে ,
আর একবার আঁখিজল—

মুছিয়া অঞ্চলপ্রান্তে পশি অন্তঃপুরে ।
উঠে উচ্চে আর একবার
ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি ঘুরে ঘুরে ঘুরে—
ক্রমে ক্ষীণ, অস্ফুট—চীৎকার !

তারপর পানাহার, কর্ম্ম দৈনন্দিন—
মাঝে মাঝে স্মৃতির উচ্ছ্বাস ;
ক্রমে ক্ষত পূরে আসে,—আননে মলিন
হেরি পুনঃ হাসির বিভাস !

যথাকালে প্রেতকর্ম্ম, নিবাপ-অঞ্জলি
দিয়া করি মৃতের সংকার !
বিষয়-বণ্টন লয়ে শেষে দলাদলি—
গৃহ-কলহের অবতার ।

সব ডুবে যায় সখে, বিস্মৃতি-সলিলে—
বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম, হায় !
কে-কাহার ? একবার নয়ন মুদিলে—
কি সম্পর্ক তোমায় আমায় !

—এই সংসারের রীতি—প্রথা পুরাতন—
নহে ইহা ধর্ম্ম মানবের ;—
পারেনা ভুলিতে কভু শুধু এক জন
যিনি হায়, জন্ম-জন্মান্তের—

আরাধ্যা দেবতা সখে, জননী-রূপিনী,
তাঁর বুকে জ্বলে আমরণ
যেই চিতা-বহ্নি-শিখা—স্মৃতি-প্রবাহিনী—
তার কভু নাহি নির্ব্বাপণ !

পারেনা ভুলিতে সখে, আর একজন—
অভাগিনী বিধবা রমণী—
নারী-জনমের সাধ দিয়া বিসর্জ্জন
যাপে কাল শুষ্ক দিন গণি' !

আছিলে শৈশব-সখা, হে গত সুন্দর,
ছিলে গৃহে ক্রীড়া-সহচর ;
বিদ্যালয়ে সহপাঠী—শোভন-অন্তর ;
সুখে দুখে প্রীতির আকর !

বিচ্ছেদে প্রেমের স্ফূর্ত্তি—পূর্ণ পরিপাক—
তাই বুঝি ক্ষণিক বিচ্ছেদ
হয়েছিল তোমা সনে, বিধির বিপাক—
তাই সখে, মনে বড় খেদ !

সময়ে আবার তুমি বাঁধিলে আমায়
শতবাহু বন্ধনেব পাশে ;
ভুলে গেনু পূর্ব্বকথা,—কে না ভুলে হায়,
বন্ধুত্বের সবল বিশ্বাসে ?

তারপর হ'তে তুমি সোদর যেমন—
ফিরিতেছে সাথে দিবারাত ;
কত নর্ম্ম পরিহাস, মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটন ;
নয়নেতে হাসির প্রপাত !
একদা সহসা সখে, সুবর্ণ সন্ধ্যায়
মৃত্যু আসি' ডাকিল তোমায়—
নিয়ে গেল,—মোরা শুধু চেয়ে র'নু হায়,
মৃত্যু-হস্ত কে রোধে ধরায় ?

পশ্চাতে রহিল প'ড়ে স্নিগ্ধ পরিজন
সুখ-শান্তি-পূর্ণ-গৃহবাস ;
হুতবহ পরিব্যাপ্ত, প্রাসাদ যেমন—
তেমনি ধূমিল শোকোচ্ছ্বাস !

হায় সখে,

মৃত্যু নহে মানবের অন্তিম নিয়তি,
মৃত্যু শুধু ক্ষণিক বিলয় ;
মৃত্যু, মৃত্যুহীন প্রেম—যুগল মূরতি
রচিতেছে যে মহা আশ্রয়—

যে মহা-আলয় সখে, আকাশের পার—
সেথা হয় সবার মিলন ;
কিছুই মানেনা হায়, বিধির বিচার—
শুধু ক্ষণিকের বিস্মরণ !

তথাপি মানুষ মোরা, বহে আঁখিজল
প্রিয়জন হ'লে অদর্শন ;
হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস জীবন সম্বল—
একবার হারাই যখন !

আমরা তোমার স্মৃতি অক্ষয় কিরণে
রাখিব উজ্জ্বল করি' হায়,
উদিলে আজি হে সখা, অপূর্ব্ব বরণে
জন্মান্তের নবীন উষায় !

শিশু

তুইরে কাদের যাদু কোলে এলি মোর !
কেন তুই বুকে এলি ? চুম্বন লইয়া গেলি ?
নয়নে রাখিয়া গেলি একটুকু লোর—
ওরে ক্ষুদে মনোচোর !

ওরে ক্ষুদে মনোচোর !
তোর ও গায়ের ধূলি— পরশে সংসার ভুলি ;
কি পূততা এনে দেয় সর্ব্ব অঙ্গে মোর ;
পাতিয়া রেখেছি এই কোর !

পাতিয়া রেখেছি এই কোর ।
পাতিয়া রেখেছি চুপে— আসি হরি, পুত্ররূপে
মুছাও এ অভাগার নয়নের লোর—
ওগো প্রভু মোর !

উপহার

বসন্ত দিয়াছে রাঙি' ধরার অঞ্চল,
প্রেম হাসি শোভা গান উঠেছে বিকশি ;
ভেঙ্গেছে কুহেলি-স্বপ্ন,—রভস-চঞ্চল—
প্রসাধন-ক্রিয়ারতা দিগ্বধূ-রূপসী !
গাহিছে কষায়-কণ্ঠ—অশ্রান্ত মধুর—
আম্র-মুকুলের গন্ধে মন্থর পবন—
সমীরিত, মুখরিত, অতি দূর—দূর—
ভাসিছে প্রকৃতি-বুকে কূজন, গুঞ্জন !
আজি এই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিলনে—
(তোমারও জীবনে নব বসন্ত-উচ্ছ্বাস ;)
মিল' সখে, মহিয়সী রমণীর সনে—
নারী, প্রকৃতির মূর্ত্তি,—নারী, শ্রীনিবাস!
লভিয়া নারীর প্রেম—পবিত্র, সুন্দর,
সত্যের আলোক ধরি' হও অগ্রসর !

প্রাক্তন

কাহার প্রেমের হাট ভেঙে দিয়েছিনু ?
মুছে দিয়েছিনু কোন্ সতীর সিঁদুর ?
বিবাহের রাত্রে কোন্ বালিকা-বধূর
কেড়ে নিয়েছিনু পতি ? হায়, না বুঝিনু
কোন্ পতিব্রতা নারী নয়নের জলে
দিয়াছিল অভিশাপ ? তাই এ জনমে
নরের সহায় শক্তি ধরমে করমে
আদর্শ-সঙ্গিনী-সুখ পেনুনা ভূতলে !
অথবা রমণী কেহ ভালবেসে মোরে
পায় নাই প্রতিদান প্রেম ভিক্ষা করি,
কাঁদায়েছি,—তাই আজ দিবস শর্ব্বরী
কাঁদিতেছি,—প'ড়ে আছি কি যে মোহ-ঘোরে !
তবে তাই হ'ক।—মম দুর্ভাগ্য প্রাক্তন
নয়নের জলে হ'ক সার্থকসাধন !

প্রাপ্য

তোমার হিসাবে যাহা প্রাপ্য মোর,
তাই মোরে দিও নাথ,
তার বেশী কিছু চাহিনা পাইতে,
চাহিনা পাতিতে হাত।
যতটুকু দিয়ে পাঠায়েছ মোরে
ততটুকু আশা করি,
তাহারও অযোগ্য হই যদি আমি—
সে টুকুও লও হরি'।
তবে যদি কোন' গুপ্ত রতন
দিয়ে থাক মোর মাঝে—
একদিন তাহা হইবে ব্যয়িত
হে নাথ, তোমারি কাজে!

অপূর্ব্ব দহন

(হিন্দি কবিতার ভাবাবলম্বনে)

কাষ্ঠ জ্বলি' অঙ্গারেতে হয় পরিণত,
অঙ্গার পুড়িয়া শেষে হয় ভস্ম ছাই ;
আমি কিন্তু পাপী হায়, জ্বলি' অবিরত
না হ'নু অঙ্গার ভস্ম ;—ভাবিতেছি তাই !

কত ভালবাস

কত ভালবাস নাথ, অভাগা মানবে,
কত ভালবাস তুমি—বুঝিতে না পারি !
সে যবে রক্তাক্ত ক্ষত সংসার-আহবে—
তুমি তার কাছে কাছে থাক তাপহারি !
তোমার ও পদ্মকর দাও বুলাইয়ে
সমস্ত শরীরে তার—ভুলাতে বেদনা,
কি যে শক্তি সঞ্জীবনী দাওগো ঢালিয়ে
প্রতি লোমকূপে তার !—পায় সে সান্ত্বনা !
সে তখন ধন্য হয় লভি' দিব্যজ্ঞান,
কৃতজ্ঞতা-অশ্রুজলে ভ'বে ওঠে আঁখি,
তোমাবে বুঝিতে পারে—করুণা-নিদান
অগতির গতি তুমি !—তার প্রাণপাখী
ধরার শৃঙ্খল কাটি'—গাহি তব গান—
চাহে শুধু ভ্রমিবারে—ছাপায়ে বিমান !

দুর্দ্দিনে

দুর্দ্দিনে দুর্যোগে নাথ, 'আতপত্র' ধরি'
কে তুমি দাঁড়ায়ে থাক গৃহের বাহিরে ?—
বৃষ্টি-ক্লান্ত বিপর্য্যস্ত পথিকে সতত
অঙ্গুলি সঙ্কেত করি' ডাকিতেছে ধীরে ?
সে কিন্তু তোমার ভাষা বুঝিতে পারে না,
না পারে চিনিতে তব স্নেহের সঙ্কেত—
সে শুধু বেড়ায় ঘুরি' কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মানবের দ্বারে দ্বারে আশ্রয় মাগিয়া !
—পায় না আশ্রয় তবু !—হায়, এ সংসারে
মানুষ, মানুষ নয়—দানা দৈত্য প্রেত !
যা' কিছু চাহিতে হয়, চাহ তাঁর কাছে
আশ্রিত বৎসল যিনি, অগতির গতি !—
তবু মানবের দুখে ফেল অশ্রুজল—
মানবে করোনা ঘৃণা—কবির মিনতি ।

আমার কবিতা বধূ

গাহিতে দুখের গান জনম আমার,
আমার বাঁশীতে বাজে বিষাদ রাগিণী ;
দারিদ্র্য অভাব দুখে জ্বলি' অনিবার
আমার কবিতা-বধূ চির-বিষাদিনী।
পাবেনা দেখিতে হাসি কভু তার মুখে,
তার আঁখি দিবানিশি করে ছল ছল ;
সে শুধু রয়েছে পড়ি' একা মর্ম্মদুখে—
জীর্ণ-বস্ত্র, রুক্ষদেহ, অস্নেহ-কুন্তল।

যদ্যপি হাসির রেখা কভু ওঠে ফুটি'
আঁখি-প্রান্তে কোনদিন,—সে কেবল হায়,
গোধূলির রক্তরাগ—ক্ষণে যায় টুটি'—
দেখিতে দেখিতে কোথা মিলাইয়া যায় !
সংসারের এক প্রান্তে তবু হেসে গেয়ে
আমরা কাটাই দিন পরস্পরে চেয়ে !

জীবন-যজ্ঞে

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম তোমার চরণে
লুটাক্ লুটাক্ অয়ি আরাধ্যে আমার,
প্রেম শুধু জেগে থাক্ অক্ষয় কিরণে—
দেখিতে শুনিতে কিছু চাহি নাক আর!
জনতার মাঝখানে কর্ম্ম-কোলাহলে
পড়িয়া অর্থের মোহে—প্রলুব্ধ হৃদয়—
ভেসে যাই কার্য্যস্রোতে!—নয়নের জলে
তোমারে ভাবিতে দেবি, পাইনা সময়!
দূরে যাক্ ব্যর্থ চেষ্টা, ব্যর্থ অন্বেষণ,
ইহকাল, পরকাল হ'ক পুড়ে খাক্,
তোমারে লইনু দেবি, করিয়া বরণ—
চরণ-নূপুর তব গুঞ্জরিয়া যাক্
আমার এ গৃহমাঝে দিবসযামিনী—
তুমিই জীবন-যজ্ঞে কৈবল্যদায়িনী!

অন্বেষণ

আকাশে বাতাসে খুঁজি, খুঁজি প্রকৃতির মাঝে ;
প্রভাতে মধ্যাহ্নে খুঁজি—প্রদোষে সোনার সাঁঝে !
খুঁজি সারানিশি জাগি' চাহিয়া চাঁদের পানে,
খুঁজি কুসুমের গন্ধে, খুঁজি কোকিলের গানে—
যবে তার 'কুহু কুহু' ভেসে আসে ধীরে ধীরে
নীরব চাঁদিনী রাতে,—খুঁজি নয়নের নীরে !
শুধু এ জনম নহে,—কিন্তু জন্ম জন্মান্তর
খুঁজিতেছি প্রাণপণে—খুঁজিব গো নিরন্তর ।
হয়ত গিয়াছি কাছে, ধরিতে পারিনি তবু,
হয়ত ধরিতে গিয়ে ফিরিয়া এসেছি কভু !
হয়ত পাইয়া কাছে চিনিতে পারিনি তারে,
হয়ত দিইনি সাড়া ডাকিলে সে বারে বারে !
এখন কাঁদিয়া তাই ফিরিতেছি অনুক্ষণ—
একবার দাও দেখা জীবন-সর্ব্বস্ব ধন !

মুক্তির ভাব

তোমারে চাহিয়া যদি এমনি করিয়া
বেড়াতাম পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া—
নাহি মানি ক্লান্তি, শ্রান্তি, রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত,
নাহি মানি কালাকাল, হিত, বিপরীত—
জপিতাম মনে মনে বীজমন্ত্র সম
হরিনাম, কৃষ্ণনাম—সরবস্ব মম
করিতাম—বিনিময়ে তার সে স্মিরিতি—
তোমার সহিত যদি করিতে পিরিতি
পারিতাম বিসর্জ্জিয়া আশা তৃষ্ণা সব—
হে হরি, হে প্রেমময়, হে রাধা-বল্লভ,
তা'হ'লে হইত প্রায় করতল গত
চতুর্ব্বর্গ এতদিনে—পূর্ণ মোর ব্রত!
একটা মুক্তির ভাব জাগিত অন্তরে—
এ শুধু বন্ধন যেন বন্ধনের পরে!

আত্মা-বধু

এস মোর আত্মাবধু বাহিরিয়া অয়ি
অভিসারিকার বেশে।—ঘনঘটাময়ী
নীরব নিশীথ! - বৃষ্টি পড়ে, গর্জ্জে মেঘ,
ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে পবনের বেগ,
মুহুর্মুহুঃ খেলে সৌদামিনী!—এইবার
এস ওগো, এস তুমি! কতদিন আর
রুদ্ধ কক্ষে একাকিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া
সহিবে বিরহ-ভার! দাঁড়াও আসিয়া
নিঃশব্দ-চরণ-পাতে! বসনে ভূষণে
এস'না সজ্জিত হয়ে—মঞ্জীর চরণে!
এস শুধু নগ্নরূপে!—দীন হীন বেশে
চলে যাও প্রিয়তম হরির উদ্দেশে
আঁধারের আবরণে—নাহি শঙ্কা ডর,
জনশূন্য পথ ঘাট!—এই অবসর!

কবি

রেখে দাও আপনার কথা, গাও কবি জগতের গান;
পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখ দুখ মরে' যাক্ হ'য়ে ম্রিয়মাণ!
পুষ্পবীথি, পুষ্পগন্ধ, জ্যোছনা, কোকিল, বসন্ত-বাতাস,
প্রণয়, মিলন, আঁখিজল, বিরহীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস—
উদাত্ত সঙ্গীত মাঝে তব যেন কভু নাহি পায় স্থান!
গেয়ে যাও, গেয়ে যাও কবি, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় নির্ব্বাণ,
পাপ, পুণ্য, মোক্ষ, শান্তি, প্রেম, জগতের কারণ—উদ্ভব,—
কেমনে হইল সৃষ্টি?—পৃথ্বী, ব্যোম, আর প্রথম মানব!
অথবা সৃজন-লীলা আদি-অন্তহীন?—কখন্ কোথায়—
বিজ্ঞানের প্রথম আলোক বিকাশিল কিরূপে ধরায়?
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের কথা কহ কবি, কহ বর্ত্তমান—
কেমনে জগৎ মহা আদর্শের দিকে করিছে প্রয়াণ!
কেমনে জড়ের মাঝে প্রাণের বিকাশ!—দেবত্ব মানবে—
কি সুন্দর আবর্ত্তন মানে চরাচর, পশুপক্ষী সবে!
বিশ্বের মঙ্গল হেতু কেমনে করিতে হয় আত্মবলিদান,
কেমনে পতিত দুস্থ নরনারী ধীরে করে অভ্যুত্থান,
সান্ত অনন্তের সনে হইতেছে নিত্য কি যোগ বিয়োগ,
কি সম্বন্ধ পরস্পরে? অদৃষ্ট কি? কেন কর্ম্মভোগ?
কেবা সেই অনাদি অব্যয় দয়াময় পুরুষ প্রধান?
কেমনে অলক্ষ্যে থাকি তিনি করিছেন অভয় প্রদান?—
শিখাও, শিখাও কবি তুমি মেঘমন্দ্রে করিয়া প্রচার—
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব উঠুক্ ঝঙ্কৃত হ'য়ে সঙ্গীতে তোমার!

নারী-মঙ্গল

এস নারি তুমি,

দাঁড়াও সম্মুখে !—

এক হাতে ল'য়ে স্নেহ, ভক্তি, দয়া,

অন্য হাতে ল'য়ে প্রেম, ভালবাসা,

বল—

স্বর্গের নন্দন হ'তে

এসেছি পুলকে

বল—

এনেছি যতনে

কুম্ভ ভরিয়া—

নন্দনের যা' কিছু মধুর !

একে—ধরি 'মন্দাকিনী'

অন্যে—'পরিজাত-বাস'

অঞ্চলে ঢাকিয়া

আনিয়াছি তোমাদেরি তরে—

প্রেমের অচিন্ত্য এক মহিমা আলোকে !

বল—

আসিয়াছি আমি

যশোদার রূপে—

ল'য়ে ক্ষীর ননী

রয়েছি দাঁড়ায়ে

পথ চেয়ে !—

তোমরা আমার সব ব্রজের দুলাল।

বল আববার—

আমি সেই কলঙ্কিনী রাধা !—

ফুকারিলে বাঁশী

উন্মত্ত হইয়ে

নাহি মানি' আধা বাধা—

কুল ভয় ত্যজি'

যাইতাম ছুটি—

যেথা—

যমুনার নীল বারি

প্রেমে

আমারি মতন

আসিত ছুটিয়া—

আপনারে দিতে উপহার

কালার চরণে

বৃন্দাবনে !—

আর দেখেছ' তোমরা মোরে 'জয়দেব' কুঞ্জবনে।

কতবার তুমি আসিয়াছ—
এস আরবার সেই দেবীরূপে
আমার নয়নে !
এস'না কুহকী-মূর্ত্তি ধরি—
যাহার কারণ
এ সংসার
করে নিত্য কত গরল উদ্গার !
এস তবে দেবীরূপে !—
স্নেহে—কোলে তুলে নাও,
প্রেমে—দাও আলিঙ্গন !
যুগ-যুগান্তর
উঠুক্ কবির কণ্ঠে নারীর মঙ্গল !

এস

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর রাতি,   এস আজন্মেব সাথী
প্রেয়সি আমার
স্বপনেব মাঝখানে,   এস বিরহীব ধ্যানে
ধরিয়া আকার !
আঁধার সকল ঠাঁই,   কোন দ্বিধা শঙ্কা নাই,
এস মোব প্রিয়া,
নিভেছে কক্ষেব বাতি,   বভসে কাটাব বাতি
তোমাবে লইয়া !

অভিসারিকার রূপে   এস প্রিয়া, এস চুপে,
এস গোপবালা,
এস কান্তা, এস বধু,   এস রাধা, এস মধু—
ভুলে যাই জ্বালা !
এস তুমি এস তূর্ণ   এস তুমি হে সম্পূর্ণ—
মানস-প্রতিমা,
দুরে যাক্ ব্যবধান,   মিশে থাক্ দু'টি প্রাণ
—প্রেমের গরিমা !

নীরব নিস্তব্ধ রাতি — ক্বচিৎ বিদ্যুৎ-ভাতি

বরষা-আকাশ—

নীরব নিস্পন্দ সব — শুধু সারমেয়-রব—

—বহিছে বাতাস !

অদূরে প্রহর বাজে, — কি যে স্পন্দ হৃদিমাঝে—.

গণিতেছি তাই,

তুমি এসে কাছে বসে' — দাও মোর প্রাণ রসে'

স্বপ্নে ডুবে যাই !

ভেঙ্গে দিয়ে এ স্বপন, — ভেঙ্গে দিয়ে এ মিলন

যেওনা আবার —

পুণ্য মোর করি ক্ষীণ ; — আমি চাই রাত্রিদিন

হ'য়ে একাকার—

তোমা সনে র'ব মিশি'— — নাহি রবে দিবানিশি

সময়ের মান—

তোমার মিলন-বুকে, — তোমার সম্ভোগ-সুখে

থাকিব অজ্ঞান !

এখনও

এখনও সে বাঁশী বাজে যমুনা-পুলিনে,
এখনও দাঁড়ায় শ্যাম কদম্বের তলে ;
সকলি রয়েছে বাঁধা প্রকৃতি-বিপিনে !—
এখনও ডাকে সে বাঁশী 'রাধা রাধা' ব'লে !
শুনিয়া বাঁশীর রব রাধা ছুটে আসে,
শুনিয়া বাঁশীর রব যমুনা উচ্ছ্বাসে।

এখনও সে বৃন্দাবনে মধু-পূর্ণিমায়
রাসলীলা, দোললীলা করেন শ্রীহরি ;
এখনও গোপিকাকুল মজিয়া তাঁহায়
ছুটে আসে পতি পুত্র গৃহত্যাগ করি !—
এখনও সে গোপীকুল জলকেলি করে,
বস্ত্র চুরি করি হরি বাঁশরী ফুকরে।

এখনও এখনও কানু ধেনু ল'য়ে যায়,
আদরে যশোদা মাতা দেন সাজাইয়া—
বেঁধে দিয়ে ধড়া চূড়া, শিখিপুচ্ছ তায়
"যাও বাছা, গোচারণে"—কহেন হাসিয়া !—
সকলি রয়েছে সেই,—নাই সে বিকাশ ;
মানব-হৃদয় আছে,—নাই সে বিশ্বাস !

রাধা ও বাঁশী

রাধা

বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডিদাস কবি,
জ্ঞানদাস, গোবিন্দ, দেবেন্দ্র, মধু, রবি ;—
আরও কত কবি-শ্রেষ্ঠ—সুধন্য অমর—
হে রাধা, তোমার নাম গেয়েছে সুন্দর !
আমি আজ্ পৃথিবীর একান্তে বসিয়া
অতি ক্ষুদ্র কবি,—তব গাহিতেছি গান ;
ও রূপ সৌন্দর্য্যে চিত্ত উঠেছে ভরিয়া—
ভুলে গেছি সুখ দুখ মান অপমান !
গাহিতে গাহিতে যবে আসিবে মরণ—
(আমার কবিত্ব গান যাইবে ডুবিয়া
আমিও যাইব কোন্ রহস্যে ভাসিয়া ;—)
তখনও—মরিব আমি লভি' আস্বাদন
রাধা-নাম-সুধা, শুষ্ক পাণ্ডু ওষ্ঠে মোর ;
ঝরিবে কপোল বহি' নয়নের লোর !

বাঁশী

গোকুলে দুকূল রাখা হয়েছে বিষম দায়,
ব্যাকুল গোপিকাকুল—কিছু না ভাবিয়া পায় !
ভয়ে ভয়ে চলে পথ, ভয়ে ভয়ে যমুনায়
গাহন করিতে নামে—বসন না ছাড়ি' যায়—
পাছে শঠচূড়ামণি আসি এই অবসরে
বসন করিয়া চুরি ওঠে তমালের 'পরে !
ননী চুরি, বস্ত্র চুরি, চুরি গোপিকার মন—
সমস্ত গোকুল যেন হইয়াছে জ্বালাতন !
পথে ঘাটে একা আর নাহি ফিরে পসারিণী
লয়ে দুগ্ধ-পূর্ণ-কুম্ভ,—নাহি আর বিকিকিনি !
সকালে দুপুরে সাঁজে কান হয় ঝালাপালা,
ডাকে বাঁশী—" আয় রাধা, আয় যত গোপবালা" !
বসন শাসন হারা মানেনা কটির বাঁধ—
টুটিতে লুটিতে চায় স্মরিয়া সে কালাচাঁদ !

রাধার রূপ

বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে 'রাধানাম',
নিশ্বাস-পবনে বহে—'রাধা বিনোদিনী',
রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে অবিরাম
ব্যাপিয়া রয়েছে রাধা—বিশ্ব-বিজয়িনী !

রাধার চরণ-চিহ্ন রয়েছে অঙ্কিত
পথে ঘাটে কুঞ্জগেহে—বাহিরে অন্তরে—
যমুনার কাল জলে রয়েছে বিম্বিত
রাধার নয়ন দুটি—শোভিত কাজরে ।

শ্রাবণ গগন ঘিরি' জলদ বিহরে—
মনে হয় রাধিকার চাঁচর চিকুর—
মধুমাসে মধুকর মধুর গুঞ্জরে—
ভ্রম হয় আসে রাধা বাজায়ে নূপুর !
বৈশাখের স্বর্ণ-রৌদ্রে দীপ্ত ধরাখানি—
ভাবিয়া রাধার রূপ বুকে তারে টানি !

———

প্রথম মিলন

এমনি স্বপন ঘেরা আছিল ধরণী—
এমনি আকাশ তলে যমুনা নাচিয়া চলে,
এমনি পাপিয়া বলে "পিউ" "পিউ" ধ্বনি !—
এমনি জোছনা-খেলা সৈকতে রজত-মেলা
সেই সে প্রথম হেথা মিলন-কাহিনী—
রাধারে লইয়া বুকে যামিনী যাপিনু সুখে
কঙ্কণে বাজিয়াছিল প্রেমের রাগিণী !

সেই আলিঙ্গন, সেই চুম্বন পরশ
যমুনার তীরে তীরে সারা বৃন্দাবন ঘিরে—
সমীর বহিছে যেন তাহারি হরষ !—
আমার হৃদয় মাঝে সেই সে পরশ বাজে
বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢালে নব রস !
সেই সে পরশ পেয়ে বাঁশী মোর উঠে গেয়ে—
রাধা-নামে মুখরিত আজি দিক্‌দশ !
রাধার চরণ-তলে শ্যামের ত্রিবর্গ ফলে,
রাধার চরণ-নখে এ ব্রহ্মাণ্ড বশ !

এমনি স্বপন ঘেরা আছিল ধরণী !
এমনি আকাশ-তলে যমুনা নাচিয়া চলে—
এমনি পাপিয়া বলে "পিউ" "পিউ" ধ্বনি !
এমনি জোছনা-খেলা সৈকতে রজত-মেলা
রাধারে লইয়া বুকে গোঁয়ানু রজনী !

কে তুমি

কে তুমি রূপসি, কক্ষে কলসী
চলেছ যমুনা তীরে?
রাখালের বাঁশী গিয়াছে থামিয়া,
আঁধার এসেছে ঘিরে।
মন্থর গতি চলেছ যুবতি,
কঙ্কণ উঠে বাজি,
চরণ ঠমকে তালে তালে তালে
মঞ্জীর উঠে গাজি'!
বক্ষ বসন— স্রস্ত সমীরে
অঞ্চল ভূমে লোটে,
নূপুর তাড়নে রক্ত অশোক
সারি সারি ফুটে ওঠে!
নাহি কোন সখী চলেছ একাকী
নির্জ্জন পথ মাঝে—
গোপবধূ যত কলসী ভরিয়া
ফিরিয়া এসেছে সাঁঝে!

কেমনে যাইবে যমুনার তীর—
কেমনে যাইবে একা ?
আঁধার রজনী ঘিরেছে অবনী
নাহিক জোছনা-লেখা ।
বৃষভানু-সুতা কহিছে তখন—
"আমি শ্যাম-সোহাগিনী,
শ্যামের পিরিতি যে জন ক'রেছে
সকল শঙ্কা জিনি'—
সে পারে যাইতে ভবনদীপারে,—
কা কথা যমুনাতীর ?
সে জানেনা গেহ,— শ্যামের চরণে
বেঁধেছে সোহাগ-নীড় ।"

অভিসারিকা

কোথা কোন্ বৃন্দাবনে, কোন্ নীপ-মূলে
বাজায় বাঁশরী আজ্ শ্যাম গুণমণি!
কোথায় একান্তে বসি' মালা গাঁথি ফুলে
দোলায় উরসে রাধা—বিদ্যুৎ-বরণী!
—রঞ্জিয়া তাম্বুল-রাগে অধর হিঙ্গুলে
সম্মুখে মুকুর রাখি' করে প্রসাধন!—
ভাবিছে—পরিবে কোন্ চিকণ দুকুলে
ভেটিতে সে প্রাণকান্তে!—আনত নয়ন!
ঝরিছে শ্রাবণ-ধারা;—স্বনিয়া স্বনিয়া
বহিতেছে আর্দ্র বায়ু,—আসিছে রজনী—
জনহীন শূন্য পথ রয়েছে পড়িয়া—
চলে গেছে শেষপান্থ!—বাহিরহ ধনি,
আর ব্যাজে কাজ নাই—দোহাই তোমারে,
আমারেও ল'য়ে চল হরি-অভিসারে!

অভিসারে

নীল-অঞ্জন-ব্যাপ্ত-গগন, মেদুর পবন বহিছে ;
ফুটিছে কেতকী কাশ কুসুম, বর্ষার বারি ঝরিছে !
যমুনার জলে কাল ঘনছায়া, তীরে বনরাজী শ্বসিছে ;
কদম্ব তরু হর্ষ সরস যেন শিহরিয়া উঠিছে !
নবঘন-শ্যাম শ্যামের বাঁশরী 'রাধা রাধা' বলি কাঁদিছে—
সন্ধ্যার ছায়া ধরণীর কোলে মন্থর পদে নামিছে।
নীল দুকুলে অঙ্গ আবরি' একাকিনী রাই চলিছে—
প্রিয়-সমাগম-ব্যগ্র-মানস চরণে নূপুর রুণিছে !
দুরু দুরু দুরু কম্পিত হিয়া, শ্যাম নাম শুধু জপিছে ;
স্রস্ত বসন, স্রস্ত কবরি, ফুলমালা খসি' পড়িছে !
গুরু গুরু গুরু গর্জ্জিছে মেঘ, বিদ্যুৎদাম চকিছে ;
সান্দ্র-তিমির-আকাশ-নিকষে কনকের রেখা ফুটিছে !
ঝিল্লি-মুখর-নৈশ-প্রকৃতি বর্ষার জলে ভিজিছে ;
কিশোরীর তনু সিক্ত আকুল অঙ্গে বেপথু হানিছে !
রুচির উরসে চন্দন-লেপ্ মূরছিয়া ধীরে পড়িছে ;
চরণ কমলে অলক্তরাগ বনবীথি বুকে ধরিছে !
কুঞ্জ-কুটীরে বসি' বনমালী বেণুর রন্ধ্র পূরিছে—
"কোথা রাধারাণী, কোথা রাধারাণী", পথপানে শুধু চাহিছে !—
বিরহ-ব্যাকুল কবির বাঁশরী বর্ষা-সাঁঝে এ কাঁদিছে—
কিশোর মিলিল কিশোরী সঙ্গে,—কবি প্রিয়ানাম জপিছে !

মানিনী

কুঞ্জভবনে সাজিয়া মানিনী
বসিয়াছে আজ রাধা বিনোদিনী—
নীল-নিচোলে ঢাকিয়া মু'খানি
বসিয়াছে মানভরে,

প্রাণ-প্রিয়তম দাঁড়ায়ে সমুখে,
বাঁশীখানি তার রহিয়াছে মুখে,—
দাঁড়াইয়ে হরি হেরে কৌতুকে—
রাধা নাম নাহি করে !

নীরব ভ্রমর গুঞ্জন রব,
থমকিয়া যেন দাঁড়াইয়ে সব—
বহেনা সমীর—ছোটেনা সুরভি—
ফুটি ফুটি নাহি ফোটে

কুসুম-কুঞ্জে কুসুম-কলিকা,
শিহরি না উঠে একটী লতিকা,
নীরব যমুনা—নাচিয়া নাচিয়া
গান গেয়ে নাহি ছোটে !

বাই-পদতলে বকুলের হার
পড়িয়া রয়েছে—গন্ধ তাহার
নিদ্রিত যেন,—সুগন্ধ দীপ
জ্বলি জ্বলি নাহি জ্বলে—

ঝরি ঝরি ঝরি না ঝরে জোছনা—
ডাকে ডাকে পাখী—মূক সে রসনা,
নীরব কোকিল, নীরব পাপিয়া
নীরবে প্রকৃতি চলে।

কৃত্রিম কোপে—আনন ঝাঁপিয়া
নীরবে কিশোরী রয়েছে বসিয়া—
সহসা চতুর রাধা-বিনোদিয়া
প্রিয়ারে ধরিল হাসি

দুই বাহু দিয়া,—চুমিল আনন,
উঠিল গাজিয়া নূপুর কাঁকণ,
গলিত হইল কটির বসন,—
আবার ডাকিল বাঁশী—

রাধা রাধা নামে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
আবার যমুনা চলিল নাচিয়া,
ভ্রমর ভ্রমরী উঠিল গাহিয়া—
মুখরিত দশদিক্ !

কুসুম আবার উঠে শিহরিয়া,
ছুটিল পবন সুরভি লুটিয়া,
কুঞ্জ-কুটীর কম্পিত করি—
ফুকারি' উঠিল পিক !

রাই-পদতলে বকুলের হার
উঠিল শিহরি—গন্ধ তাহার
মাগিল শরণ মিলন-মুখর-
নূপুর-চরণ-তলে,

কক্ষের দীপ উঠে উজ্জলিয়া,
নিঃশেষে যেন পড়িল ঝরিয়া
শুভ্র জোছনা,—বিশ্ব আকুলি'
বাঁশী "রাধা রাধা" বলে।

যমুনা-তটে

একদিন জ্যোৎস্না-শুভ্র-বাসন্তী-নিশায়—
সারা বৃন্দাবন যবে সুষুপ্ত নিদ্রায়
নীরব নিস্তব্ধ যেন আঁকা চিত্রপটে—
এসেছিল বনমালী যমুনার তটে।
যমুনা তুলিতেছিল আনন্দ-নিক্কণ,
ধরণী হেরিতেছিল জোছনা-স্বপন ;
কোকিল ডাকিতেছিল থাকিয়া থাকিয়া,
পবন ফুলের গন্ধ আনিছে বহিয়া !
দাঁড়ায়ে মুরলীধারী সুর-বেদনায়
কেবলি ডাকিতেছিল—"আয় রাধা আয় !"
মুখরিয়া চারিদিক্ রাধার শ্রবণে
পশিল প্রেমের ডাক— উদ্ভ্রান্ত চরণে
আলু থালু বেশে রাধা হইলা বাহির—
তার কুল মান সব যমুনার তীর !

দ্বিপ্রহরে

এস প্রিয়ে কুঞ্জ-গেহে, চন্দন শীতল
লয়ে তব দেহখানি !—নূপুর চঞ্চল
দূরে রাখি', পরি' অঙ্গে শুভ্র চীনবাস !—
গোচারণ-শ্রান্ত আমি !—মধ্যাহ্ন-আকাশ
বৈশাখের — ছড়াইছে অনল-কিরণ,
চক্ষু মুদি' গাভীকুল করে রোমন্থন
তরুর ছায়ায় !—কভু ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
চাতকের—করিতেছে দিগন্ত মুখর !
পদ্মপত্রে শয্যা রচি'—নিভৃতে দুজনে
জুড়াব গ্রীষ্মের তাপ—কূজনে গুঞ্জনে
হাস্য-আলাপনে !—পড়িয়া আসিলে বেলা
তুমি চলে যাবে গেহে ! ভেঙ্গে দিয়ে খেলা
আমি ও ফিরিব গেহে লয়ে মোর ধেনু—
রাধা রাধা রাধা ব'লে বাজাইয়ে বেণু !

মধ্যাহ্নে

জলকেলি পরিশ্রান্তা রাধিকা সুন্দরী
কম্প্রবক্ষে, স্মিতনেত্রে, নূপুর গুঞ্জরি'
যমুনার জল হ'তে উঠিলা যখন—
তখন মধ্যাহ্নকাল—নীরব নির্জ্জন!
—সৈকতে দাঁড়াল আসি! ক্ষরে জলধার
আদ্র´বস্ত্রপ্রান্ত হ'তে—আর্দ্র কেশজাল
ছাইয়া দিয়াছে পৃষ্ঠ, নিতম্ব বিশাল!—
শুভ্র ক্ষৌম সাটী খানি গৌর অঙ্গে তার
মিশিয়া গিয়াছে যেন!—

দাঁড়াইয়া একা
নগ্ন সৌন্দর্যের মূর্ত্তি! মধ্যাহ্ন আকাশ
লাবণ্যময়ীরে যেন ঘিরি' চারিপাশ—
আগুলিছে—ছড়াইয়ে দীপ্ত রশ্মি-রেখা
তীক্ষ্ণ শর সম!

ক্ষণপরে ধীরে ধীরে
লীলাঞ্চিত পাদক্ষেপে চাহি' ফিরে ফিরে
চলিতে লাগিলা লীলাময়ী—গৃহমুখে!—

সহসা দাড়াল আসি' সহাস্য-কৌতুকে
গোচারণ অবসরে ব্রজের রাখাল
পথ আগুলিয়া তার—ঘর্ম্ম-পৃক্ত-তনু !
থমকি দাঁড়াল রাধা, কুটিল ভ্রূধনু
হানিলা কটাক্ষ শর ! শ্লথ দেহলতা
প্রাণেশের অঙ্কে শেষে পড়িল ঢলিয়া !
অমনি ভেদিয়া সেই স্তব্ধ নীরবতা
কোথা হ'তে "বউ কথা" উঠিল গাহিয়া !
ইতঃপূর্ব্বে রৌদ্রতেজ লইয়াছে হরি'
একখণ্ড মেঘ আসি !—সর্ব্ব অঙ্গ ভরি'
আর্দ্র আলিঙ্গনে রাধা দিল বিনোদিয়া
প্রাণেশের গোচারণ-শ্রম-শ্রান্ত-হিয়া !

কেন দিদি

বাঁশী ডাকে "রাধা রাধা", রাধা বলে 'যাই, যাই',—
এ বাঁশী হৃদয়ে বাজে, বাহিরে শবদ্ নাই!
ননদিনী বলে—"রাধা, নাই তোর কোন বোধ,
সারা দুপুরটা শুধু এই বৈশাখের রোদ্,—
জন প্রাণী পথে ঘাটে করে নাই বিচরণ
যে যার আপন নীড়ে আছে সুপ্তি-নিমগন ;—
তুই শুধু ছুটে যাবি যমুনার তীর আশে,
ভরিয়া আনিবি কুম্ভ—আলু থালু কেশপাশে,
অথবা গাহন করি' ফিরিয়া আসিবি ঘরে
ছড়াইয়ে জলধারা তৃষিতা ধরণী 'পরে!—
শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে এলাইয়ে দেহখানি
বসিয়া পড়িবি তুই! বল্ দেখি, কেন রাণি,
সারা দুপুরটা ভোর তোর চ'খে ঘুম নাই?"—
রাধা বলে—'কেন দিদি, আমি ও ত ভাবি তাই!'

চিরদাসী

ডুবে যাই, ডুবে যাই, নাহি তাহে ক্ষতি !—
কলঙ্ক-সাগরে চির করিব বসতি
তোমার লাগিয়া প্রিয়, প্রভু, নাথ, মোর,
বাজাও বাজাও তবে ওগো চিত্ত-চোর
মোহন বাঁশরী তব গাহি' রাধানাম—
পশুক্ পশুক্ মম কর্ণে অবিরাম
অই তব সুধাগীতি ! লাঞ্ছনা সরম
সকলি সকলি মম—ধরম করম
তব পদে দিনু ডারি,—হে আমার হরি,
এস তবে, বাঁধ মোরে, দাও আশু ভরি'
আমার সর্ব্বাঙ্গ তব অমৃত-পরশে !—
নাহি চাই গৃহধর্ম্ম ; মনের হরষে
রঞ্জিব দু'জনে !—তুমি বাজাইবে বাঁশী—
আমি র'ব সাথে সাথে হ'য়ে চিরদাসী

বাসক-সজ্জা

ফুলের বিছানা পাতি', জ্বালায়ে সুরভি দীপ,
ফুলের গহনা পরি' সেজেছিনু ফুলরাণী—
ফুলের পরাগ দিয়া কপালে পরিনু টিপ,
ফুলের মতন বাসে ঢাকিনু এ দেহখানি।
বসি' বাতায়ন পার্শ্বে লয়ে ফুলমালা করে
ছিনু প্রতীক্ষায় শুধু চেয়ে বনপথপানে ঃ—
কোকিল গাহিতেছিল কুহু কুহু কুহু তানে,
জোছনা ঝরিতেছিল নীরবে ধরণী 'পরে।
ম্লান হ'য়ে এল' মালা, ম্লান হ'য়ে এল' দীপ,
কোকিলের কুহুতান হ'য়ে এল মৃদুতর ;
বহিছে উষার বায়ু, মুছিয়া গিয়াছে টিপ,
আলুথালু বেশবাস !—এসেছিল প্রাণেশ্বর
শ্যাম গুণনিধি মম !—রেখে গেছে অভিজ্ঞান—
ক্ষণিক মিলন,—তবু ভরিয়া রয়েছে প্রাণ।

বিরহী শ্যাম

পাতিয়া রেখেছি বুক ;—গুরুজন নাহি মানি'
চলে' এস প্রিয়া মোর ! -হয় হ'ক কানাকানি !
তব নাম জপি' জপি' নিশি মোর হয় ভোর—
তব নাম গাহি' গাহি' বহে মোর আঁখিলোর !

ফেলিয়া দিয়াছি দূরে—ধূলায় রয়েছে পড়ি'
পাগল বাঁশীটা মোর,—থাকুক্ মরমে মরি !—
ও কেন রাধার নাম গাহে শুধু দিবানিশি ?
আমারে পাগল করে ?—ভ্রমি তাই দিশিদিশি
রাধা রাধা রাধা ব'লে—ব'লে রাধা—রাধারাণী—
কলঙ্কের ভয়ে আর ভীত নহে এ পরাণী !

চল—বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরাতে চলে যাই,
প'ড়ে থাক্ গোষ্ঠগৃহ—গোচাবণ নাহি চাই !
কিম্বা যমুনার জলে এসো দোঁহে ডুবে মরি—
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকথা থাকুক্ ভুবন ভরি' !

———

লিপি

রাধা ছিল এতদিন মরমে মরিয়া—
প্রাণনাথ, আজ তারে করেছ স্মরণ !
যেদিন এ বৃন্দাবন গিয়াছ ছাড়িয়া—
সে দিন হইতে রাধা মুদেনি নয়ন !
কার মুখ দেখে আমি উঠেছিনু আজ ?
আজ মোর সুপ্রভাত—নবীন জীবন ;
আজি স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সারি' গৃহকাজ
বসিয়াছিলাম যবে—সজল নয়ন !—
অদূরে ডাকিতেছিল "বউ কথা কও"—
শ্রবণে পশিতেছিল মৃদু গুঞ্জরণ—
পাইনু তোমার লিপি—একি এ স্বপন ?
—তুমিত রাধার প্রতি কভু বাম নও !—
—সুধায়েছ অভাগীর কুশল বারতা
প্রিয়তম—প্রাণেশ্বর—হৃদয়-দেবতা !

উপহার

এ সংসার বৃন্দাবন—কহে সুধীজন,
মানব রাখালবেশে করে গোচারণ !
হেথাও যমুনা বহে কলকল স্বরে,
হেথাও পিরিতি লোক সংগোপনে করে !
হেথাও আলাপে বাঁশী গাহি পিয়ানাম—
'আয় পিয়া, আয় পিয়া'—ডাকে অবিরাম
প্রণয়ী রাধারে তার—মিলন-ব্যাকুল
দাঁড়ায়ে সঙ্কেত স্থানে ! বিসর্জ্জিয়া কুল
রাধা তার ছুটে আসে নৈশ-অভিসারে—
কলঙ্ক তাহারে কভু রোধিতে না পারে !
তাই এ কবির চিত্ত উঠিয়াছে ভরি'
রাধানামে, রাধাপ্রেমে,—হে আমার হরি,
স্মরিয়া তোমারে তাই এ গান আমার
রাধার চরণপদ্মে দিনু উপহার !